কামিনী কুসুম নাটক ।

জ্ঞানাৎ পবস্তবং ন হি ।

পুত্রঃ শঙ্করপণ্ডিতঃ ॥

শ্রীশ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত ।

' সর্ব্বথা বাবহর্ত্তব্যম্, কুতোহ্যবচনীয়তা ।

যথা স্ত্রীনাম্ তথা বাচা, সাধুত্বে দুর্জ্জনোজনঃ ।

কলিকাতা ।

৬ নং বলরাম দেব ষ্ট্রীট, নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীযুক্ত এইচ্ এম মুখোপাধ্যায় এবং

কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত ।

সন ১২৯৩ সাল ।

বিজ্ঞাপন।

জনৈক বন্ধু বঙ্গ-বিবাহের কুপ্রথার মধ্যে এক অপূর্ব্ব সুতরাং আশ্চর্য্যাংশ আমার নিকট ব্যক্ত করায়, আমি সাতিশয় বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উহা জনসমাজে প্রকাশ করিতে উৎসুক হইলাম। কার্য্যটী মাদৃশ জনের পক্ষে নিতান্ত দুরূহ জানিয়াও বাল্য-স্বভাব বশতঃ বিরত থাকিতে পারিলাম না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশহিতৈষী মহোদয়গণ কেন যে এই কুপ্রথার সংশোধন বিষয়ে মনোযোগী হইতেছেন না, বলিতে পারি না। যাহা হউক, স্বদেশগৌরবী মহাশয়গণ এই ক্ষুদ্র লিপিখানির প্রতি কটাক্ষপাত করত স্থূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঈদৃশ কদাচারের নিবারণে যত্নবান হইলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ ও শ্রম সফল হয়। ইতি—

শ্রীশ্যামাপদ দেবশর্ম্মা।

পুনশ্চ পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়া মুদ্রাঙ্কণে প্রথম সাহসী হই নাই। কিন্তু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং কতিপয় মহোদয়ের আগ্রহে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

বাহুতা।
১৭ই চৈত্র ১২৯২।

উৎসর্গ।

পূজ্যপাদ

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রজ মহাশয়

সমীপেষু।

ভ্রাতঃ।

এই তৃণকুসুম সদৃশ সামান্য নাটকখানি অতি ভক্তি ও যত্ন সহকারে তদীয় চরণারবিন্দে ন্যস্ত হইল। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাকে চরণে স্থান দিলেই এ দাস শ্রম সফল জ্ঞান করে। কিমধিকমিতি

সেবক শ্রীশ্যামাপদ দেবশর্ম্মণঃ

রাহুতা।

১৭ই চৈত্র ১২৯২।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ... শ্রীরামপুর নিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

হেমচন্দ্র ... ভোলানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বর।

তারাকালী ও ভুবন, ... ভোলানাথের প্রতিবাসিদ্বয়।

দিননাথ চট্টোপাধ্যায়,... হুগলী নিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

উমাচরণ ও গোপাল, ... দিনর প্রতিবাসিদ্বয়।

সতীশ ও জ্ঞানেন্দ্র, ...হেমের বন্ধুদ্বয়।

এতদ্ভিন্ন ঘটক, ভৃত্য, পুলিস্ ইন্‌স্পেক্টর ও কন্‌ষ্টেবল্‌গণ।

মহিলাগণ।

নলিনী ... দিননাথের বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যা।

হেমলতা, ... নলিনীর সই।

চপলা, বিমলা, কামিনী ও শরৎকুমারী...প্রতিবেসিনীচতুষ্টয়।

নাৎবৌ, ... সুরেন্দ্রের স্ত্রী।

এতদ্ভিন্ন নলিনীর মাতা, ঝি ইত্যাদি।

কামিনী-কুসুম নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হুগলি দিননাথের বৈটক খানা।

দিন ও সুরেন্দ্র আসীন, ঘটকের প্রবেশ।

দিন। (ঘটকের প্রতি) চূড়ামণি মহাশয় যে, আসুন, আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হয়। প্রণাম হই। (উচ্চৈ স্বরে) পা ধোবার জল দেরে।

ঘটক বিষ্ণবে নমঃ। বসুন, বসুন, শিবমস্তু, সর্ব্বমঙ্গল। মঙ্গল করুন। (ভৃত্যের জল লইয়া প্রবেশ ও প্রস্থান, এবং ঘটকের পদ প্রক্ষালনানন্তর শয্যায় উপবেশন।)

দিন। তবে, এক্ষণে মহাশয়ের কোথা হতে শুভাগমন?

ঘটক। আজ্ঞা, বাটী হ'তেই। (ঈষৎ হাস্যে) এতেইত আপনার এত সম্মান। বলিতে কি, দিন বাবু, আপনার ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি আজ কাল অতি বিরল। দান, ধ্যান, সদাব্রত, প্রভৃতি কোন সৎকার্য্যেই আপনার

দ্বিতীয় অদ্যাপি হয় নাই। তা না হ'বেনই বা কেন? কেমন বংশে জন্ম, কেমন ঔরসজাত। আপনার ঠাকুরের মত ব্যক্তি জগতে আর কখন জন্মালেনই না আর জন্মাবেনও না। আমায় যে যত্ন করিতেন, এক মুখে আর কত বলিব। কোন কাজ কর্ম্মে আমাদের কোথায় রাখিবেন, কি দিবেন, স্থির করিতে পারিতেন না। এই আপনার বিবাহের সময়, মহাশয় তখন অতি শৈশব, স্মরণ না থাকিতে পারে, এ দিক ও দিকে আমাদের নগদ প্রায় দু'শত টাকা, আর ঘড়া, কাপড়, ইত্যাদিতে বিস্তর দিয়াছিলেন। আহা, আর সে রামও নাই, আর সে অযোধ্যাও নাই। সে সব কাল গিয়াছে; মনে পড়িলে দুঃখ হয়। অধিক আর কি বলিব, চির কালটা আপনাদের খেয়েই মানুষ।

দিন। আজ্ঞা, সে সব আপনাদেরই অনুগ্রহে। তার পর চূড়ামণি মহাশয়, পাত্রের কোন সন্ধান হ'ল কি?

ঘটক। আজ্ঞা, আমি বল্‌ছিলাম কি, শ্রীরামপুরের সেই পাত্রটী হ'লে ভাল হয় না? পাত্রটী শুনেছি বেশ। আর তা'দের দশ টাকার সংস্থানও আছে। কুলেও আপনার মত নৈকষ।—বিবাহ, কি জানেন —

"যয়োরেব সমং কুলং যয়োরেব সমং বিত্তং।"
তয়োর্বিবাহং মিত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ অন্যেচানর্থোভবেৎ॥"

এইরূপ হ'লেই উভয় পক্ষের বেশ স্বচ্ছন্দ। আর কি জানেন, একটু দেখে শুনে বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

"যদ্যেন যুজ্যতে লোকে বুধস্তত্তেন যোজয়েৎ।'

পাত্রটী শুনেছি, দেখ্‌তে শুনতে অতি উত্তম। উভয়ে সাজ্‌বেও ভাল। বল্‌তে কি, যদি হয়, তা হ'লে -

মণিনা হি সর্পা যথা।

মহাশয় অতি উত্তম হ'বে।

দিন। আজ্ঞা হাঁ, তার আর ভুল কি? অতি উত্তমই হ'বে। আর মহাশয়ের যখন অনুগ্রহ, তখন না হ'বেই বা কেন?

ঘটক। তা ত বটেই গো, সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছা। তবে, আমি যখন উদ্যোগী রহিলাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আর কি জানেন।

"যত্নেন হি কিমসাধ্যম।"

কিন্তু মহাশয়, বিদায়টার বিষয় এবার একটু বিবেচনা করিতে হইবে।

দিন। আজ্ঞা, গরিবেরত জানেনই। তবে যৎসামান্য যথা সাধ্য আপনার নশ্যের খরচ—

ঘটক। বিলক্ষণ, আপনার মুখে ও কথা ভাল শুনায় না।

সুরেন্দ্র। (স্বগত) ঘটক ব্যাটাদের সঙ্গে কথায় কারও পারবার জো নেই, এমনি দেখায় যেন এক এক জন এক একটী সরস্বতীর বরপুত্র: কিন্তু বস্তুতঃ পেটে ডুবুরী নামালেও "ক" অক্ষর খুঁজে পাওয়া ভার। এর সঙ্গে একটু মজা করিলে মন্দ হয় না। (প্রকাশ্যে) চূড়ামণি মহাশয়ের সংস্কৃততে তো বেশ ব্যুৎপত্তি আছে। মহাশয়, যদি দুই একটী শ্লোক অনুগ্রহ করিয়া বলেন।

ঘটক। হুঁ যা ব'ল্লে, সরস্বতীর কৃপায় সংস্কৃততে যৎসামান্য দখল হ'য়েছে। কি জান, অনেক আমড়া ভাতে ভাং

খেয়ে তবে একটু আধটু সংস্কৃত বুঝিতে পারা যায়। তোমরা ছেলে মানুষ সংস্কৃতের কি বুঝিবে?

সুরেন্দ্র। আপনি যে কয়টা শ্লোক বলিলেন, সব গুলোরই একটু একটু বুঝিতে পারিলাম। এইরূপে যতদূর পারি আপনার নিকট কিছু কিছু শিখে লই। মহাশয়কে একটী শ্লোক বলিতে হইতেছে।

ঘটক। (স্বগত) কি গ্রহ! সংস্কৃততে ব্যুৎপত্তির ত কথাই নাই। ব্যবসা চালাইবার জন্য যা দুই একটী শিখে রেখেছি। তাহাও ত এই পর্য্যন্ত। করি কি। কি পাপ। (প্রকাশ্যে) ওহে তোমরা শ্লোকের অর্থ সংগ্রহ করিতে কখনই পারবে না। আচ্ছা কৈ বুঝ দেখি।

"বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্য মাপৎকালে হ্যপস্থিতে।"

এর অর্থ কর দেখি। এ সব শ্লোকের ভাবার্থ করা তোমাদের কথা যাক, তোমাদের শিক্ষকেরাও কিছু বুঝিতে পারেন না। কি বলেন দিন বাবু কি বলেন।

দিন। (ঈষৎহাস্যে) আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ কি। এ সকল বিষম সমস্যা।

সুরেন্দ্র। আজ্ঞা, এটা বড় কঠিন, সুতরাং বুঝিলাম না মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া অর্থ করেন।

ঘটক। (স্বগত) কি পাপ। শ্লোকের উত্থাপন না করিলেই ভাল ছিল। ইহার অর্থত কিছু মাত্র জানি না, কিই বা বলি, না বলিলেও ছাড়িবে না। দেখি যদি এড়াতে পারি। (প্রকাশ্যে) কেন? পূর্ব্বেই বলেছিলাম তুমি কিছুই বুঝিবে না। কেবল চালাকী বৈত নয়। ভাবে

ছিঃ তোমাদের সহিত বাক্যালাপ করাই আমাদের অন্যায়।

সুরেন্দ্র। না মহাশয়, রাগ করিবেন না। অনুগ্রহ করিয়া এটার ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হইবে।

ঘটক। (স্বগত) ছাড়বে না দেখ্‌ছি। যা হয়, এক রকম বলে দিই। (প্রকাশ্যে) যদি একান্ত শুন্‌বে, তবে মন দিয়া শুন। মিথ্যা চালাকী করিও না। শুন, বৃদ্ধস্য বচনং কিনা শুক্লসুখমস্তক কেশবিশিষ্টস্য অতএব স্থবিরস্য বচনং ইত্যর্থে বাক্যং। বুঝিলে কি না! এই বারই একটু শক্ত। "গ্রাহ্যমাপৎ কালে হ্যপস্থিতে" ইহার অর্থ কি জান, "গ্রাহ্য" কি না গ্রাহ্য। আর "মাপৎ কালে হ্যপস্থিতে" একটা সমাস হয়েছে, যেমন মাপচ্চ কালে চ আর হ্যপস্থিতে চ এই বহুব্রীহি সমাস হইল। কেমন বুঝলেত ?

সুরেন্দ্র। (স্বগত) কি সুন্দর পদচ্ছেদ, মরে যাই, "কালী কাঠা-কুবাণী" আর কি! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা না, মহাশয়, ভাল বুঝলাম না। আর একবার ভাল করে বলুন।

ঘটক। তুমি ত বড় বেল্লিক হে, বড় অর্কাচীন। এতে যদি না বুঝলে তবে আর কিছুতেই বুঝতে পাবেবে না। আরে ছিঃ, তোমাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেই নাই। দেখুন মহাশয়, দিন বাবু, আজ কালের ছেলেগুলোকে যদি কিছুতে পার্‌বার জো আছে। দুপাত ইংরাজি উল্টাইয়াই একেবারে উৎসন্ন যায়। সকল কথায় তর্ক। ছেলেত নয় যেন ছিনে জোঁক।

দিন। (ঈষৎ হাস্যে) (স্বগত) এ দিকে জলপাত্রের আবশ্যক। (প্রকাশ্যে) ও সব কথা আর কিছু বল্‌বেন না, আমি ওদের জন্য জ্বালাতন হয়েছি। যাক্‌ ওদের কথা ছাড়িয়া দিন। মহাশয়, অদ্যই তবে একবার শ্রীরাম পুর যান, কি বলেন ?

ঘটক। আজ্ঞা হাঁ, আমি অদ্যই চলিলাম। (স্বগত) বাঁচি-লাম, এখন "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।"

দিন। (পাঁচটী টাকা লইয়া) এক্ষণে এই পাঁচটী টাকা লইয়া যান, পরে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিলেই মহাশয়কে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট করিব।

ঘটক। তার জন্য আর ভাবনা কি ? সেত আছেই, তাহলে আমিই কি অমনি ছাড়িব, এক্ষণে এই যথেষ্ট, তবে আমি এক্ষণে আসি।

[ঘটক ও সুরেন্দ্রের প্রস্থান।]

উমাচরণ ও গোপালের প্রবেশ।

দিন। এস এস, এই বুঝি তোমাদের সকাল সকাল ? (উচ্চৈঃস্বরে) তামাক দেরে।

উমাচরণ। আজ্ঞা, প্রত্যূষে একটু কাজ ছিল। তাই কিছু বিলম্ব হয়ে গিয়াছে, তা—

দিন। বল্‌ছিলাম কি উমাচরণ, আজই একবার ওখানে বেড়িয়ে এলে হয় না ? চল আজই যাওয়া যাক্‌। বিবাহের আর বিলম্ব করা বিধি নয়। ঘটক মহাশয়কে এক রকম বলে দিলাম, তিনিও হয়ত আজই যাবেন। কি

জান ভাই, কন্যাটীর বয়ঃক্রম অধিক হইল, আর স্থির থাকা বিধি নয়। কোন দিন পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে, সেটা ভাল নয়। মেয়েরাও এমনি জ্বালাতন কর্‌চে, এক দণ্ড তিষ্ঠবার জো নাই।

উমাচরণ। যা বলেন, ঘরে আইবুড়ো মেয়ে দেখ্‌লে পেটে আর ভাত দিতে ইচ্ছা হয় না।

দিন। তাত কথাই। ভাই, শরীরটা এমনি হয়েছে, কোন কাজে কর্ম্মে আর মন যায় না। মনে করেছিলাম আমার এই একটী মেয়ে, একটী ভাল পাত্র দেখে, দুপয়সা খরচ করে, একটু ভাল করে বিবাহ দিব। আমারও মনের সাধ মিটিবে, আর মেয়েটারও ত আর হবে না। তা আর হ'ল না। এক্ষণে যেমন তেমন করে সার্‌তে পার্‌লেই নিশ্চিন্ত হই।

উমাচরণ। আজ্ঞা, তা একবার বল্‌তে। ও পাপ চুকুতে পার্‌লেই হাড়ে বাতাস লাগে। মেয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধিই ঐ ভাবনা। আজ কাল তবু হয়েছে—মেয়ে বড় হবে, লেখা পড়া শিখিবে, তবেই বিবাহ হবে নচেৎ মেয়েটী একটু অল্পবয়স্কা হ'লে অমনি কেহ বল্লেন "She is too young" কেহ বলেন "Oh! too young, a girl!" আমাদের কালে, মহাশয়, এত শত ছিল না। তবে হাঁ, মেয়েটী একটু দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল হয়, মানে—কানা খোঁড়াটা না হয়। পাত্রের পক্ষে, মোটা ভাত, মোটা কাপড় দিতে পার্‌লেই যথেষ্ট হ'ল। কি বল হে গোপাল?

গোপাল। আজ্ঞা, তা বই কি, এই যথেষ্ট হ'ল। [illegible] কুল কি? তার পর ছেলেটী একটী না হয় [illegible] [illegible]।

দিন। তার আর সন্দেহ কি। আমিও ত [illegible] [illegible] ক'রে মেয়েটী উৎসর্গ করতে পারলেই [illegible]। তবে কি জান, আজ কালের ছেলে [illegible] [illegible] যো নাই। এই দেখ না, দুতিন জায়গার সম্বন্ধ [illegible] গেল। তবে শ্রীরামপুরে ত [illegible] আছে। তার পর ভবিতব্য।

উমাচরণ। দেখুন মহাশয়, ছেলেদের এত মত নিতে গেলে চলে না। আর আমরা বর্ত্তমানে, আমাদের ছেলেদের মতে চলা নিতান্ত অন্যায়। তারা মনে ভাবেন, তারা সব বুঝেন আর আমরা বৃদ্ধ হয়েছি বলে ঘাস খাই। আ-মর, তোরা ত সেদিনের, তোরা আবার বুঝ্‌বি কি? দুপাত ইংরাজী উল্‌টেছিস্‌ বলেই তোরা একেবারে মস্ত বিদ্বান, বুদ্ধিমান হয়ে বসেছিস্‌। তোরা ছাইও বুঝিস না। কেবল মাথা আঁচ্‌ড়ান আর সিঁতে কাটা, এ গুলিই বিলক্ষণ বুঝিস্‌। বলেন কি মহাশয়, ওগুলো দেখলে সর্ব্ব শরীরটা জ্বলে যায়। আজ কিনা সেই [illegible] পিয়ারের কলার না হলে পীরাণ গায়ে চলে না। এ[illegible] আমাদের পাড়ারই দেখুন না, যেন সব এক একটী অব তার আর কি।

দিন। তা বই কিহে, এই দেখনা আমাদের সুরেটা ঐ দলে মিশে একেবারে উৎসন্ন গেল। যাক্‌, মিছে ও গুলো[illegible]

কুৎসাতে কাজ নাই। এক্ষণে আজই ছেলেটীকে দেখে আসা স্থির রহিল।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরামপুর ভোলানাথের বৈঠকখানা।

(হেম ও তাঁহার বন্ধুদ্বয় আসীন।)

সতীশ। হাঁহে হেম, তবে কাল তোমায় দেখে গেল, এক্‌-জামিন টেক্‌জামিন করেছিল কি?

হেম। উঃ ভাই, এক্‌জামিনের ঘটা দেখেকে? প্রাণ ওষ্ঠাগত আর কি! তবে শর্ম্মা answer এতে পেছপাও হন নাই। সেজন্য সকলেই বড় খুসী। আর শুন্‌লাম তাঁদে-রও খুব মত হয়েছে। শ্বশুর মহাশয় কুড়িটী টাকা দিয়া গেলেন। এখন father এর মত হলেই হয়।

জ্ঞানেন্দ্র। তুইযে ভাই একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়েছিস্। "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি" এর পর বিবাহ হ'লে না জানি আরও কত হবে। ভাল ভাল! তারপর আর কোন কথা বার্ত্তা হ'ল?

হেম। তার পর আমার father বল্লেন আগামী রবিবার দিন দেখতে যাবেন। আর সেই দিনেই সব স্থির হবে। দেখলাম তাঁর ও অনেকটা মত আছে।

সতীশ। কিন্তু ভাই, যাইবল, তোমার father দেখ্‌তে গেলে

তোমার মনের মত হইল কি না কেমন ক'রে জানিতে পার্‌বেন।

হেম। কেন, তিনি কি দেখ্‌তে জানেন না?

জ্ঞানেন্দ্র। জানেন, কিন্তু "love is blind" সুতরাং তাঁর দেখাতে ঠিক হওয়া বড় অন্যায়; কিবল সতীশ?

সতীশ। তার আর ভুল কি! এরপর তোমার পছন্দ না হ'লে কি হবে! তিনি কি নিতে পার্‌বেন, না ফিরিয়ে দিতে পার্‌বেন? তিনি এখন টাকার লোভে সব কর্‌তে পারেন, তাঁকে ত ভুগিতে হবে না?

জ্ঞানেন্দ্র। হাঁ হে একথা সত্য, এমন case কখন কখন শুন্‌তে পাওয়া যায়। আমার একজন brother in lawর বিবাহের সময় তিনি স্বয়ং দেখ্‌তে যান নাই; আমার শ্বশুরই দেখে আসেন। তার পর যে কত কাণ্ড, তা আর কি বল্‌ব।

হেম। কেন, হয়ে ছিল কি?

জ্ঞানেন্দ্র। সে অনেক কাণ্ড, কত বল্‌ব, লাঞ্ছনার শেষ।—বিবাহের মাস কয়েকের পর যখন ঐ বৌটী দ্বিরাগমনে শ্বশুরগৃহে আসিলেন, আমার শালা প্রত্যহ রাত্রে তাঁহার স্ত্রীকে ঘরের বাহির করিয়া দিতেন। সে গরিব কোথায় কার কাছে যাবে, সেই ঘরের পার্শ্বে দালানে তাদের ঝি শুইয়া থাকিত, এক দিন কাঁদিতে কাঁদিতে সেইখানে গেল। কেন কাঁদিতেছে, কেন আসিয়াছে, ঝি এই সমস্ত বারম্বার জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল "আমায় দেখ্‌তে পারে না, তাই তাড়িয়ে দিয়েছে।" পর দিন ঝি সক-

লাকে বলিয়া দেয়। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় আমার শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী আমার শালাকে বিলক্ষণ ভৎসনা করাতে তিনি ক্ষণেক ক্রন্দন করিয়া তাঁহার নামে এক পত্র লিখিয়া রাখিয়া সেই রাত্রিতেই চম্পট দিলেন। তার পর সকলে অনেক অন্বেষণ ক'রেও না পেয়ে কান্না কাটনা লাগালেন, আর কি করবেন। আহা বৌটী বড় সৎ স্বভাবা ও পতিপরায়ণা। সে স্বামীর এইরূপ দেখে অল্প দিন মধ্যেই গলায় দড়ি দিয়ে ম'লো। পরে সংসারটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। আজও মনে হ'লে দুঃখ হয়।

হেম। আহা! তাত হ'বেই, কি ভয়ানক কথা ভাই!।

জ্ঞানেন্দ্র। তাই বলি ভাই, তুমি নিজে গিয়া এক দিন দেখে এস। পছন্দ হয় বিবাহ করবে, না হয় ধরে বেঁধে কেহই দিতে পারবে না।

হেম। কিন্তু যদি আমার father জোর করেই বিবাহ দেন তা'হ'লে কি করব?

জ্ঞানেন্দ্র। যদি সেরূপ বুঝিতে পার তাহলে বিবাহের পূর্ব্ব-দিন আমাদের বাটীতে লুকিয়ে থাকিবে। পরে মেয়েটার বিবাহ হয়ে গেলে বাটী যাবে। মেয়েটার গায়ে হলুদ হয়ে গেলে বিবাহ হতেই হবে।

হেম। বেশ পরামর্শ, চল তাই যাওয়া যাক্। তবে কালই কালেজ কামাই করে দেখে আসা যাবে। আর কাল সকলেই আফিসে যাইবেন, বেশ সুবিধাও হবে। কি বল সতীশ, তবে কাল যাওয়াই স্থির।

জ্ঞানেন্দ্র। আচ্ছা সতীশ, পুরুষের বেলা যেন তাদের নিজে

না দেখে বিবাহ করা বড় অন্যায়. স্ত্রীলোকের বেলাও ত দেখা আবশ্যক। পছন্দ উভয়েরই সমান ত?

সতীশ। সে কথা সত্য। কেন, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে সে প্রথাও ছিল। স্বয়ম্বরা মানে কি? কিন্তু তা হ'লে স্ত্রীলোকেরও বিবাহের সময় বয়সের আধিক্য আবশ্যক করে। সাত বা ন বৎসর বয়সে কোন বালিকাই বাহারও রূপের সহিত গুণাগুণ বিচার করিতে সম্পূর্ণ অপারক। এদিকে দ্বিতীয় সংস্কারের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া আমাদের দেশের কঠিন প্রথা। আবার গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে সংস্কার অতি অল্প বয়সেই হইয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রীলোকে সে স্বাধীনতা এক্ষণে পাইতে পারে না। যখন বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইবে, উক্ত সংস্কার-প্রথা উঠিয়া যাইবে স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদিগের মত যথাযথ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে, তখন স্ত্রী স্বাধীনতা আপনি আসিয়া পড়িবে, এবং স্ত্রীলোকেও স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে থাকিবে।

জ্ঞানেন্দ্র। বাল্যবিবাহ ভাল কি মন্দ?

সতীশ। কথাটী বড় কঠিন নহে। সহজেই বুঝা যাইতেছে পাঁচ বৎসরের কন্যার সাত বৎসরের পাত্রের সহিত যদি বিবাহ হয় এবং এরূপ বিবাহকে যদি বাল্যবিবাহ বলে, তাহা হইলে এরূপ প্রথা এখনি উঠিয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু যদি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার বিংশতি বর্ষীয় যুবার সহিত বিবাহ হয় এবং এইরূপ বিবাহকে যদি বাল্য-বিবাহ বল, তাহা হইলে উহা চিরকাল এদেশে প্রচলিত

থাকুক। এই হেমের যদি একটী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার সহিত বিবাহ হয়, তা হ'লে অতীব সুন্দর, সন্দেহ কি।

হেম। কাল দেখ্‌লেই জানা যাবে।

সতীশ। আমরা এক্ষণে যাই। তবে কাল যাওয়াই স্থির।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হুগলি—দিনব বাটীর পার্শ্বস্থ পুষ্করিণী।

(নলিনী ঘাটে উপবিষ্টা, সতীশ, হেম ও জ্ঞানেন্দ্রের প্রবেশ।)

হেম। বাড়ি জানত হে সতীশ ?

সতীশ। না ভাই, জানি না।

জ্ঞানেন্দ্র। তবে এই বাঁধাঘাটে যে মেয়েটী বসিয়া আছে, উহাকেই জিজ্ঞাসা করা যা'ক, কি বল ?

সতীশ। তাই ভাল। (বালিকার প্রতি) হাঁগা, দিননাথ চাটুয্যের বাড়ি কোথা ?

নলিনী। (কুণ্ঠিতভাবে) তোমরা কোথা থেকে আসছ গা ?

সতীশ। শ্রীরামপুর থেকে আস্‌ছি।

নলিনী। তিনি বাড়ি নাই, আপিসে গেছেন। (বদন রক্ত-বর্ণ ও শুষ্ক, বাক্যনিঃসরণে প্রায় অসমর্থভাবে) এই বাড়ি।

[প্রস্থান।

জ্ঞানেন্দ্র। ভাই, মেয়েটী কি লজ্জাশীলা, আমাদের সহিত কথা কহিল বটে, কিন্তু লজ্জায় যেন জড় সড় হ'য়েছে।

সতীশ। তা হ'তেই পারে। এ বয়সে স্ত্রীলোকেরা প্রায় এই রূপই হ'য়ে থাকে।

হেম। তা যথার্থ বটে। কিন্তু আমার ভাই, বোধ হয়, ইহারই সঙ্গে সম্বন্ধ হ'য়েছে। অপর বালিকা হ'লে তার মুখ এত রক্তবর্ণ, শুষ্ক হ'বে কেন? ভাই বোধ হয়, ইহার সহিত সম্বন্ধ হ'য়ে থাকবে। এমন সুন্দরী ত আমি কখন দেখি নাই। মাধুর্য্যে মাখা—

কিরূপ মাধুরী মরি! সুন্দর গঠন!
হেরেছে কোথা কি কেহ হেন রূপবতী
কভু এ জগতে! আহা! কভু নাহি হেরি
হেন নাসা সুশীতল, খেলিতেছে যাহে,
মরি, অতি মনোহর, মুকুতার কলি।
কি ছার চপলা হাসি সে স্মিত সকাশে।
গোলাল গঠন কিবা! বুঝেছি বুঝেছি,
হেরি হেন উরুযুগ, অপদস্থ হ'যে
নত কদলীর শির। হেরি কটিদেশ
বুঝি নির্জীব ডমরু! হেরি বুঝি এবে
নব-পয়োধর-যুগ, অপমান ভয়ে
স্থলে, পলায়েছে জলে, পঙ্কজকোরক।
সুবক্তিম বিম্বফল হইলে সুপক্ক,
গরবেই ফেটে পড়ে; কিন্তু কোথা রহে
সে গরিমা তার? ম'রে যায় মনোদুঃখে

হে'রে যবে ওষ্ঠাধর কামিনী কমলে।
নলিনী নীরজ নব, বিকসিত হ'লে
মত্ত হয় মিছে মদে; তাই বুঝি হেন
নিরখি নয়ন নীল, মৃগ বিনিন্দিত,
ভাবি ছার মিছে ভার, সে রূপের কাছে
অমনি শরীরপাত করে মনোদুখে।
হেরি বুঝি কেশ-পাশ নিবীড়, সুদীর্ঘ,
সুচিকণ, কৃষ্ণ, পৃষ্ঠ ঘেরি আবরিত
যাহা অবিরত, মরি ধরণী-চুম্বিত,
নিরভ্রকালেও নাচে পাখা বিথারিয়া
মনের উল্লাসে শিখী,ঘন ঘটা ভ্রমে।
হেন রূপ ভাই, কভু হেরেছ কি কেহ?

জ্ঞানেন্দ্র। ভাই, ইহার রূপের তুলনা নাই। ভাল হেম, যদি এই বালিকাটীর সঙ্গেই তোমার বিবাহ হয় তাহা হ'লে কি সুন্দরই হয়। তোমার সে সুখসম্ভোগে জীবন সার্থক, আর তোমাদের দম্পতিকে সুখী দেখে আমাদেরও জীবন সার্থক। বলিতে কি, এই বালিকার যিনি পাণিগ্রহণ করিবেন, তাঁর জীবন ধন্য আর তিনিও ধন্য।

ঝিয়ের প্রবেশ।

ঝি। তোমরা কোথা থেকে এলে গা?

সতীশ। শ্রীরামপুর থেকে আস্‌ছি। তোমাদের একটী মেয়ের সেখানে বিবাহের সম্বন্ধ হ'য়েছে; সেই মেয়েটীকে দেখ্‌তে এসেছি।

ঝি। বেশত, বসুন, তামাক খান, পা ধুন, আমি ভিতরে গিয়ে বল্‌ছি।

(সকলের উপবেশন, ঝিয়ের প্রস্থান।)

জ্ঞানেন্দ্র। যদি সেই মেয়েটী হয়, তা হ'লে বাস্তবিক অতি উত্তমই হয়। তা হ'লে হেম তখন আর কারও সঙ্গে কথাটি ক'বেন না।

সতীশ। তা বড় মিছে নয়। তখন "ডুমুরের ফুল।"

হেম। ভাই, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাই হয়। তার পর কথা কই কি না জান্‌তে পারবে।

নলিনী, ঝি, হেমলতা ও নলিনীর মাতার প্রবেশ।

ঝি। এই মেয়েটীর সঙ্গেই সম্বন্ধ হয়েছে। মেয়েটী দেখ বাবু, বড় মন্দ নয়, তবে কি না একটু বয়স হ'য়েছে। তা বাবু, আজ কালের গতিক। কিন্তু বেঁধে ভাত দেবে।

সতীশ। (ঈষৎ অস্পষ্ট স্বরে) যা ভাবা যাচ্ছিল, তাই ঘটেছে। এক্ষণে মেয়েটীকে তুই একটী কথা জিজ্ঞাসা কর। উঠতে ভাই একটু ভাল করে জিজ্ঞাসা করিও দেখ যেন "আই মা হরিণের সিং" বলিও না।

হেম। (নলিনীর প্রতি) তোমার নাম কি?

নলিনী। (অধোবদনে) শ্রীমতী নলিনী দাসী

হেম। তুমি কি পড়তে পার?

নলিনী। পারি, একটু একটু পারি।

হেম। কতদূর পড়েছ?

নলিনী। ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীতে এবার উঠেছিলাম, তার পর বাবা আর প'ড়তে দিলেন না।

হেম। মেঘনাদ-বধ কাব্য পড়েছ?

নলিনী। একটু খানি পড়েছি।

হেম। আর কি পড়েছ?

নলিনী। লীলাবতী, শকুন্তলা এই সব পড়েছি।

হেম। লীলাবতী নাটকে শারদাসুন্দরী কে বলতে পার?

নলিনী। শারদা সুন্দরী হেমচাঁদের স্ত্রী

হেম। উহার চরিত্রের বিষয় সমস্ত জান?

নলিনী। জানি।

হেম। ঐরূপ তুমিও হ'তে পার্‌বে?

নলিনী। (ম্লান ও অধোবদনে) পা-রি-ব।

সতীশ। (হেমের প্রতি) তুমি যে আর কিছু বাকি রাখলে না! আর কাজ নাই, ঢের হয়েছে। তিনটার গাড়ীতে যেতে হবে। (নলিনীর মাতার প্রতি) তবে আজ আমরা আসি।

নলিনীর মাতা। সে কি কথা, তাও কি হ'তে পারে?

ঝি। হ্যাঁ গা, মনে ধ'র্‌ল কি?

সতীশ। মনে ধরা আর কি, সমস্তই স্থির রহিল। রবিবার কর্ত্তারা আসিয়া কেবল দিন স্থির করে যা'বেন।

ঝি। একবার ভিতরে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ভোলানাথের বাটী।

(হেম শয্যায় শয়ান)

হেম। কি আশ্চর্য্য, যাহা ভাবিতেছিলাম, তাহাই ঘটিল। আমার মত সৌভাগ্যশালী পুরুষ আর জন্মগ্রহণ করিয়াছে কি? আহা, নলিনী কি মধুর নাম, এমন সুমিষ্ট, মনোহর নামত কখন শুনি নাই। যত উচ্চারণ করি, ততই তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়। কি চমৎকার রূপ, আমরি মরি!--কিন্তু আমি কি নির্ব্বোধ, যে দ্রব্য আমার নহে, আমার জন্য কেবল প্রস্তাবনা হইয়াছে, এখন হস্তগত হয় নাই; সামান্য দ্রব্য হইলেও হস্তগত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, পরের শিরোমণির জন্য এ বৃথা আশা কেন? ইহা কেবল দুরাশা মাত্র। না—তাই বা কেন; যার জন্য প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে, মন উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে, সে কি আমার হ'বে না? তাহারও যেন বোধ হইল আমার প্রতি অনুরাগ আছে। তারে কি আমি পা'ব না! তবে এ বৃথা জীবনে প্রয়োজন কি? তাহ'লে আর গৃহে থাকিব না, কেবল বনে বনে ফিরিব। যদি আশানুরূপ কার্য্য করিতেই না পারিলাম, তবে আমাতে আর পশুতে বিভেদ কি?—প্রিয়তমে! তোমার নাম করিলে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়। আমি কি পাগল, নচ্ছন্দে কাহাকে

প্রণয় সম্ভাষণ করিলাম। তাই বা কেন? যে আমার হৃদয়ের সার, যাহা হইতে প্রিয়তম বস্তু জগতে আমার আর নাই, তাঁহাকে প্রিয়তমা না বলিয়া কি বলিব। নলিনী, তুমি আমার প্রিয়তমা, আমার প্রাণেশ্বরী, তুমি আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব। ইচ্ছা হয় তোমাকে নয়নে নয়নে রাখি। হৃদয়েশ্বরি তোমার বদন মাধুর্য্যমাখা, নয়ন হাসিমাখা, দেহ সরলতা মাখা, আর মন সদাশয়তা মাখা। ইচ্ছা হইতেছে, একবার তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া আমাকে পবিত্র করি। ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জীবন, আর যে তোমাকে অহর্নিশ দেখে, সেও ধন্য। ধন্য তোমার সেই পঙ্কজ-কোরকনিভ নবপয়োধরযুগল, উহাদের নিরীক্ষণ করিয়া ইহলোকে কেহ কি স্থির থাকিতে পারে? ধন্য তোমার সেই মৃগশাবকনিন্দিত নয়নদ্বয়, উহাদের দেখিয়া কাহার মন বিচলিত না হয়! আর সেই তোমার সেই মুখ খানি, সেই কেমন কেমন মুখ খানি, সেই যে মুখ খানি আমি দেখিতে বড় ভাল বাসি, সেই কিসের মত, সেই কেমন, সেই কি মাখা মুখ খানিও ধন্য।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হুগলি, দিনর বাটীর পার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যান।

নলিনী ও হেমলতা আসীন।

হেমলতা। দ্যাক সই কেমন সাদা ও গোলাপ কটি ফুটেছে আহা, দেখ্‌লে চোক্ জুড়ায়। আবার মাঝে মাঝে একট একটু বাতাস আসছে, শরীর যেন যুড়িয়ে যাচ্চে। এখন এ জায়গাটী কি মনোহর ও প্রীতিকর। বিচ্ছেদ পীড়িত অবলাগণও এখন এখানে এলে তাদের দারুণ বিরহানল কথঞ্চিৎ উপশমিত হয়। এমন স্থান কি আর হয়।

নলিনী। সই সত্য, এই জন্যেই ত আমি প্রায় প্রত্যহই এখানে আসি। এখানকার স্নিগ্ধ বায়ুতে আমার মন অতিশয় প্রফুল্ল হইত। কিন্তু ভাই আজ আমার তেমন সচ্ছন্দ বোধ হচ্চে না কেন? দ্যাক্ সই, আমার মন যেন সততই অন্যমনস্ক হচ্চে, ইচ্ছা হচ্চে নির্জ্জনে বসে কিছু ভাবি।

হেমলতা। কেন সই, তোমার আবার কিসের ভাবনা? তুমি কি ভাব্‌বে ভাই?

নলিনী। কে জানে ভাই, আজ দুদিন কেমন হ'য়েছে, আমার মন যেন সততই চিন্তিত, আর শরীর যেন বাতাপ হয়েছে। সেই যে কথায় বলে—

চিতার চেয়ে চিন্তা বড় জ্যান্ত মানুষ মারে।
বাঘের চেয়ে রাগ বড় ঘরে শিকার করে॥

আমার ভাই, তাই হয়েছে। কেবল যতক্ষণ ভাবি ততক্ষণই যেন ভাল থাকি।

হেমলতা। ওহো হো, বুঝেছি। তাত হবেই, তুমি বুঝি কাল তোমার মন একেবারে দুলীয়ে মন দরে বেচে দিয়েছ? যাহোক ভাই, তুমি বড় ছেলে মানুষ। আচ্ছা শেষে যদি মনোমত দাম না পাও, তা হলে কি হবে?

নলিনী। তুমি যেমন পাগল। আর বুঝি ভাববার কারণ কিছু পেলে না?

হেমলতা। আর "পেটে ক্ষুধা মুখে লাজে" কাজ কি ভাই, ফুটে বলই না। তার পর, দেখে পছন্দ হ'ল কি?

নলিনী। আর কি কোন কথা নাই তোমার? জিজ্ঞাসা ক'চ্চ কেন? তুমিও ত দেখেছিলে?

হেমলতা। আমি দেখে আর কি হবে বল? যথার্থ বেশ দেখতে। মনে ধরেছে ত?

নলিনী। না ভাই, আর আমার মন খারাপ হয় নাই। তুমি একটু থাম।

হেমলতা। আমি ত থেমেই আছি, তুমি থাম কই। তোমার এখন হুপ কত। আমাদেরও এক কালে, বিয়ে হ'য়েছিল।—তবে এখন বের কবে স্থির হ'ল?

নলিনী। কি জানি ভাই, বলতে পারি না।—হ্যালা আমার বে, কবে লা?

হেমলতা। তাইত দেখো :—

"যার যে ভাব মনে নাই,
পাড়া পড়সীর ঘুম নাই।"

হেমলতা। আর দুঃখ কর না। ফুল ফুটলেই অলি যুটে।

নলিনী। দ্যাক্ ভাই, তাকে দেখে অবধি,—

হেমলতা। সে কি আর ভোলবার যো আছে। জানিস্ না—

"মনে মনে মিল।
লেগে গেল খিল॥"
ভাবনা কেন ধনি।
জানছে গুণমণি॥
তুমিও যেমন নবীন কলি।
সাথে তেমনি রসিক অলি॥

নলিনী। আ মরণ! থাম'

হেমলতা। থামতে কি পারি ছাই,

তুমি আমার—প্রেম সোহাগী, প্রেমের লাগি,
পাত' প্রেমের ফাঁদ।
নূতন তরি, পারে কাণ্ডারী
মনের মত চাঁদ।
সই—কসে কোমর বাধ॥

নলিনী। সই তুমি—ভাবে নাগর, রসের নাগর,
ক'সে গাঁজার দাও।
থাক্‌তে হেন, আবার কেন,
লাজের মাথা খাও।
ভাই—আবার কটা চাও॥

হেমলতা। আ মরণ। আমি আবার চাইলুম দেখ্‌লে কিসে? তোমার জ্বালায় গেলুম।

নলিনী। আমার জ্বালায় এখন যাবেই ত, আর কি রাই সেব সে কাল আছে?

হেমলতা। কেন ভাই, আমার ভালটা কিসে? আমার সেই এক শ্যাম,—

"শ্যাম আমার, আমি তার সরবস ধন।"

নলিনী। তোমার জ্বালায় বাঁচি না।

হেমলতা। কত দিন আর এমন ক'রে যাবে?

(চিবুক ধারণ পূর্ব্বক)

গীত।

জয়জয়ন্তী—ঢিমে তেতালা।

নবীনা যুবতী, নবরসবতী, নবীনা প্রেমিকা সই।
নব অনুরাগে সদা অনুরাগী, মনোমত জন কই॥
বিকচ নলিনী, বিনে দিনমণি, কেমনে ধরিব প্রাণ।
উদয় হইয়ে, হৃদয়ে বসিয়ে, সুখে কর মধুপান॥
সরলা ললনা, না জানে ছলনা, মদনতাড়না সই।
কেন বা হেরিনু, পরাণে মরিনু মজালে মজালে কই॥
দেখা দেহ শ্যাম, রাখ কুল মান, ধরি তব পদে হে।
নিঠুর হইয়ে, অবলা বধিয়ে, কোথা গেলে নাথ হে॥
মধুকুঞ্জ খালি, বিনে বনমালী, আকুলি ব্যাকুলী রাই।
বিরহ যাতনা, সহে না সহে না, পরাণে বাঁচে না সই॥

নলিনী। মরণ আর কি! আর বুঝি কোন কথা নাই। দ্যাক সই; ওখানকার ঐ গোলাপটীর কাছে ভ্রমরটী কেমন বেড়াচ্চে!

হেমলতা। যথার্থ ভাই বেশ দেখাচ্চে। দ্যাক্ গোলাপটী যেন ভ্রমরকে পেয়ে আহ্লাদে উন্মত্ত হয়ে মধুদান কচ্চে আর মাঝে মাঝে এক একবার লোক দেখানে মান করে মুখ ফেরাচ্চে। ভ্রমরটীও পূর্ণযৌবনা ভার্য্যা পেয়ে আপনাকে অদ্বিতীয় জ্ঞান করে মৃদু মধুর স্বরে গুণ্‌গুণ্‌ করে গান কর্ত্তে কর্ত্তে মধুপান কচ্চে।

(নলিনীর চিবুক ধারণ পূর্ব্বক গীত।)

গীত।

ঝিংলা—কাওয়ালী।

তাই বলি আর ভেব না লো প্রাণ সই।
মনোমত নিধি বিধি মিলাইবেন দুদিন বই॥
ফুল্ল নলিনী যথা অলির পরশে,
সুখের সলিলে ভাসয়ে সরসে,
রসের সাগরে ভাসিবে রসময়ী॥
পূর্ণ শশধর হেরিয়া গগনে,
চকোরী যেমতি যুড়ায় জীবনে,
প্রেম সুধাপানে যুড়াবে সুধাময়ী॥

নলিনী। আ মরে যাই—কি বুঝাতেই এলেন!

হেমলতা। না ভাই, আর দুঃখ করিও না। এখন বের সময় সদা প্রফুল্ল থাকতে হয়। ছিঃ, একি ভাল। এখন কেবল সেজে গুজে বেড়াতে হয়। (চিবুক ধারণ পূর্ব্বক)

বিকচ কমল, রসে টল মল,
ভানু আশা পথ চেয়ে।
উঠ দিনমণি, চল হে সঘনে,
পুর আশা মধু পিয়ে॥

সই অনেক দিন হ'তে তোমার সেই হাসি মাখা হাসিটুকু দেখি নাই।

নলিনী। আর তারে ভাব্ব না।

হেমলতা। (চিবুক ধারণপূর্ব্বক)—"কাল রূপ আর হে'রব না। কাল জলে আর যাব না।"

নলিনী। অ। মরণ, আবার দূতী হ'তে সাধ গেল বুঝি।

হেমলতা। দোষ কি, দুদিকেই লাভ। ওলো—

"মন যার মনে গাঁথা।
তারে ভোলা যায় কি কথার কথা।"

নলিনী। তবু ভাল। এখন চল, বাড়ি চল।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হুগলী—দিনর বৈটকখানা।

উমাচরণ, সুরেন্দ্র, দিন, তারাকালী,
ভোলানাথ ও ঘটক আসীন।

ঘটক। আর শুনেছেন, সেদিন নিলমণি বাবুর মধ্যম কন্যাটীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মেয়েটীর বিবাহের জন্য

ব্রাহ্মণ লালায়িত। বিবাহে নাকি বেশ দশটাকা খরচ করেছেন। লোক জন খাওয়ান, দেওয়ান, ঘটক, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত প্রভৃতি সকলকে উত্তম উত্তম তৈজস দিয়া বিদায় করেছেন। দেখ্‌লাম কন্যাটীকে বেশ দশখানি অলঙ্কার, রূপার দান সামগ্রী, ছেলেটীকে হার, ঘড়ি, ঘড়ির চ্যেন এইরূপে বেশ দিয়েছেন। আর তাহার উপর আবার চারিহাজার টাকা পণ দিয়েছেন।

দিন। সে কি জানেন, যার যেরূপ ক্ষমতা। তিনি হ'লেন বলিতে কি, জমীদার লোক। তিনি যে দশ টাকা খরচ কর্‌বেন, তার আর আশ্চর্য্য কি? সকলে কি তা পেরে উঠে।

ঘটক। তাত বটেই গো। না—তাই বল্‌চি। কি জান, ব্যয় ভূষণ, যত কর ততই শোভা।

তারাকালী। কথাই তাই।

ভোলানাথ। দেওয়া থোয়া, দিন বাবু যা বল্লেন, ও যার যেরূপ ক্ষমতা। তবে কিছু কিছু দিতেই হয়।

সুরেন্দ্র। চূড়ামণি মহাশয়, অনেক দিন হইতে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব করিব মনে করি, কিন্তু সাক্ষাৎ হয় না। কথাটী কি—আমাদের দেশের সভ্য সমাজে আজ কাল যেরূপ বিবাহ প্রচলিত, ইহাকে কোন্ প্রথামত বলা যাইতে পারে?

ঘটক। কি বলিলে বুঝিলাম না।

সুরেন্দ্র। কথাটী কি—আমাদের দেশে আছে না— বিবাহ আট প্রকার;—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রাজাপত্য,

আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। ইহাদের মধ্যে কোন্ প্রকার বিবাহ দেশে আজ কাল প্রচলিত?

ঘটক। তা'র আবার জিজ্ঞাস্য কি? অতি প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের দেশের সভ্য সমাজে দুই প্রকার বিবাহই প্রচলিত—ব্রাহ্ম আর প্রাজাপত্য। তন্মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। বু'ঝলে কি না?

সুরেন্দ্র। ব্রাহ্ম বা প্রাজাপত্য বিবাহ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, সন্দেহ কি। কিন্তু আজ কাল কিরূপ প্রচলিত?

তারাকালী। কেন, আজও তা'ই চ'ল'ছে। যত দিন হিন্দুধর্ম্ম বিদ্যমান থা'কবে, তত দিন ইহাই প্রচলিত থা'কবে।

ঘটক। এই—এইঃ—কথাই ত।

সুরেন্দ্র। পূর্ব্বের ন্যায় বিবাহ প্রচলিত কোথায়? চূড়ামণি মহাশয়, ব্রাহ্ম বিবাহ কা'কে বলে?

ঘটক। শাস্ত্রের মতে ধরিলে, ব্রাহ্ম বিবাহ কি জান—"সবিশেষ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা বর কন্যার আচ্ছাদন ও পূজনপুরঃসর বিদ্যাসদাচারসম্পন্ন বরকে যে কন্যা দান, তাদৃশ দান সম্পাদ্য বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে।"

সুরেন্দ্র। শাস্ত্রের মতে এক প্রকার, তবে অশাস্ত্রও চলে।

ঘটক। তুমি ত বড় নির্ব্বোধ হে, তাই কি বল্লাম! আজ কাল ত ব্রাহ্ম বিবাহই প্রচলিত।

সুরেন্দ্র। আপনি ব্রাহ্ম বিবাহের যা ব্যাখ্যা ক'রলেন প্রচলিত প্রথাতে সেরূপ কোথায়? "অপ্রার্থক বরকে কন্যাদান" ইত্যাদি কৌলিন্যকণ্টকের মধ্যে কোথায়?

ঘটক। হাঁ পৃথক্ হয়ে পড়েছে বটে, তা কি জান—

সুরেন্দ্র। আমার মতে ইহা আসুর বিবাহ হ'তেও নিকৃষ্ট, এবং কোন মতেই ব্রাহ্ম বিবাহ নহে। বর বা কন্যা এক পক্ষ হ'তে বলপূর্ব্বক অর্থগ্রহণকে কি ব্রাহ্ম বিবাহ বলা যায়? ইহার নাম কি ব্রাহ্ম বিবাহ? আশ্চর্য্যের বিষয়, এরূপ বিবাহে কিরূপে সম্প্রদান বলা যায়? মূল্য গ্রহণ করিলে কি সম্প্রদান করা হয়? বিক্রয়ের আর একটী নাম কি সম্প্রদান?

তারাকালী। ওহে, না হয় আসুর বিবাহই হ'ল তাতেই বা ক্ষতিপত্তি কি? আসুর বিবাহ কা'কে বলে!

সুরেন্দ্র। দুঃখের বিষয় যে, আসুর বিবাহে দোষ দে'খলেন না। তাও বলি, আধুনিক প্রচলিত বিবাহ অপেক্ষা আসুর বিবাহও কিয়ৎ পরিমাণে ভাল। "কন্যার পিত্রাদিদিগকে এবং কন্যাকে যথাশক্তি শুল্ক দিয়া বরের স্বেচ্ছানুসারে যে কন্যা গ্রহণ তাদৃশ কন্যাগ্রহনসম্পাদ্য বিবাহকে আসুর বিবাহ বলে।" ইহাকেও প্রচলিত প্রথা হ'তে ভাল এইজন্য বলি, যে ইহাতে "যথাশক্তি শুল্ক" বর্ণিত আছে। আজ কাল যথাশক্তি দূরে থাকুক, ঘর বাড়ি বিক্রয় করিয়াও বর কন্যার শুল্কাদি দিতে হয়। কেহ বা সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে পাকা পাইখানা প্রস্তুত ক'রতেও পরাঙ্মুখ নহেন। যদি শাস্ত্রসম্মত না হ'লে দোষাবহ না হয়, তবে অধর্ম্ম কাকে ব'লব? তবে কেনই বা আপনারা ধর্ম্মাধর্ম্ম করে কাঁদেন।

ঘটক। আরে তুমি এত একেবারে চট কেন হে। বলি

শুন, আজ কালের বিবাহও শাস্ত্রসঙ্গত বটে, তবে পৃথক্ এই যে মহারাজ বল্লালসেন কুলীনদিগের মর্য্যাদা বৃদ্ধি ক'রবার জন্যই এইরূপ করেছেন।

সুরেন্দ্র। মহাশয়, তবে জিজ্ঞাসা, এখন কৌলিন্য কোথায়? বল্লাল সেন যে ধর্ম্মকে কুলীন বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ব'লতেন, সে ধর্ম্মই বা কোথায়। বল্লাল সেনের বোধ হয় এ অভিপ্রায় ছিল না যে কুলীনের পুত্র কুলীনপদবীবাচ্য হবেন, নব গুণের একটী গুণও না থাকুক, তথাপি তিনি কুলীন।

উমাচরণ। সে কথা যথার্থ বটে। কুল ত পচিয়া আঁটি সার, তার ভিতরও পোকা, কিন্তু দর সমান। বল্লাল সেন কুলীন প্রথা কি কেবল টাকা উপার্জ্জনের জন্য করেছিলেন। নব ধর্ম্ম লক্ষণত অতল জলে ডুবিল, এখন কেবল টাকা, টাকা, আর টাকা। এমন মজার উপায় আর নাই।

ভোলানাথ। আজ্ঞা হাঁ, বড়ই খারাব। কিন্তু যা প্রথা তা মা'নতেই হয়!

সুরেন্দ্র। তবে একটা মন্দ নয়, লেখা, পড়াও ইহার দ্বারা বৃদ্ধি পাইতে পারে। লেখা পড়া আজ কাল অর্থোপার্জ্জনের জন্যই হয়েছে। শিক্ষিত যুবকের পিতা, পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইয়াই অর্থের জন্য লালায়িত। শিক্ষিত যুবক স্বয়ং শ্বশুরের রক্ত মাংস শোষণ ক'রবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াই পিতা তাহার বয়োবৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে বিদ্যা বৃদ্ধিতে কেবল

লাঙ্গুল (উপাধি) প্রাপ্তির দিকেই সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন।

ঘটক। আর কেন কতক গুলা বক'ছ। যা প্রথা তা'ত হবেই, না, তোমার মতে এখনি সমস্ত পরিবর্ত্তিত হবে। তুমি যে একজন খুব সমাজসংস্কারক হযেছ। তোমাদের সমাজে এরূপ বক্তৃতা দিও। এখন থাক দুটা পাঁচটা কথা শিখেই যদি ধর্ম্ম বিষযে তর্ক করা হ'ত, তা হ'লে আমরা গায়ের রক্ত জল ক'রতাম না।

উমাচরণ। (সুরেন্দ্রর প্রতি) তুমিও যেমন, যেতে দাও না হে। চূড়ামণি যা বল্লেন যথার্থ কথা বটে। যা প্রথা তা ত হবে।

ভোলানাথ। মহাশয যা বল্লেন, সত্য, তবে কি জানেন যে রূপ সমাজপ্রথা হইয়াছে, সেই রূপ কাজেই চ'লতে হয। যাক, ওসব কথা যেতে দিন। (স্বগত) যতই বক্তৃতা দাও "ভবি ভোলবার নয।"

সুরেন্দ্র। আজ্ঞা না, আমি তা বলচি না। তবে কি জানেন, যথার্থ কথা দুই একটা না বলেও থাকা যায না। বলুন দেখি সমাজ কি? সমাজের কি হাত, পা আছে? সেই আমাদের লযেই ত সমাজ। ইহার উন্নতি, অবনতি যখন সমস্তই আমাদের হাতে, তখন আমরা স্বযং মনোযোগী না হযে আপনাদিগকে উৎসন্ন দিতে বসেছি কেন? অবশ্যই যেটা প্রথা, সেটা কখনই একেবারে হঠাৎ যেতে পারে না। কিন্তু যেটাকে কুপ্রথা বুঝব, ক্রমে ক্রমে তার উচ্ছেদসাধনে যত্নবান হওয়াও ত আবশ্যক। আমি বল্লাম, আমি

কেন করি; যখন সকলে যোগ দিবে তখনই হবে, সকলই বা কাহারা? আপনি, আমি, আমরাই ত সকল। তখন আমি অগ্রসর হই আপনি অগ্রসর হউন তবেই ত সংশোধন হইবে।

ঘটক। ও হে এখনও বিলম্ব আছে, দিন কতক অপেক্ষা কর।

সুরেন্দ্র। এ কথার মানে বুঝি না আমি বল্লাম এখনও বিলম্ব আছে, এখন যত্নবান হওয়া বিফল। আমার পুত্র পরে বল্‌বে এখনও বিলম্ব আছে, এখন চেষ্টা করা বৃথা। তৎপুত্রও, ঐ কথা বলবে। তবে ত চির কালই সময়ের অপেক্ষায় মরতে হবে। আমরা চেষ্টা করে দেখ, যদি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হতে না পারি; অন্যূন একতিলও শোধন করব, কিম্বা শোধনের ভিত্তি সংস্থাপন করব! আমাদের পুত্রেরা তাহার বৃদ্ধি করবে। তৎপুত্রেরা সম্পূর্ণ করবে। এই রূপে যাবতীয় কার্য্য হয়ে আস্‌ছে। একেবারে কিছুই হয় নাই। ইহা আমাদের ভ্রম মাত্র।

ঘটক। মহাশয়, দিনবাবু, বৃথা সময় নষ্ট ক'র্‌ছেন কেন? বেলা গেল যে। এক্ষণে কাজের কথা সমস্ত নিষ্পত্তি হউক না।

তারাকালী। যাক্, এখন ও সব কথা যেতে দিন। ক্রমে বেলা যাচ্চে বটে আমাদের সমস্ত স্থির করে লউন।

ঘটক। আজ্ঞা হাঁ।—এক্ষণে দিন বাবু, আপনাকে যাহা কিছু আয়োজন করতে হ'বে সমস্ত স্থির করে লউন।

কিছুই নয় তবে যে গুলি আবশ্যক। পাত্রটী একটি লাঙ্গুলধারী হয়েছেন, সুতরাং পণ নগদ দুই হাজার দিবেন। বাজুতে আর কাজ নাই, কেবল হার একছড়া, ঘড়ি, ঘড়ির চেন। আর কন্যাকে এদিক ওদিকে প্রায় হাজার দুই টাকা লা'গবে তাই কিছু অলঙ্কার দিবেন। কি বলেন গো, উমাচরণ বাবু? ছেলের বাজার আজ কাল বড় গরম। দুই একটী লাঙ্গুলধারী ছেলের ত কথাই নাই, দরে ঘেসা যায় না। তবে কি বলেন দিন বাবু—

দিন। আজ্ঞা যা দিতে হয়, সে ত আছেই, তাতে আর বলা-বলি কি? ওর জন্য আর কি? (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ ইহাও অধিক নহে। কোথা হ'তেই বা যোগাড় করি? কৌলিন্য ব্রত কি পিশাচব্রত! কি ভয়ানক, কি নিকৃষ্ট ব্যবসা। কি ভীষণ প্রথাই হয়েছে। শুনতে পাই দেশে আজ কাল অনেক লম্বা লম্বা দেশহিতৈষী হয়েছেন, বড় বড় সমাজ সংস্কারক হয়েছেন। এ সকল বিষয় কি তাহারা দে'খতে পান না। না—এ সকল তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। মিথ্যা পাঁচটা কথা জড় করিয়া সুন্দর সুন্দর বাক্য বিন্যাসে বক্তৃতা দিলে বা সমাচার পত্রিকায় লি'খলেই দেশের উন্নতি, ভারত উদ্ধার, সমাজ সংস্কার করা হয় না। যাহারা স্বহস্তে স্বদেশ উৎসন্ন দিতে বসেছে তাহারা আবার সমাজ সংস্কারক কিসে? নিজে অন্ধকারে আচ্ছন্ন আর আমি অপরকে আলোকে আনতে চাই!

ঘরে দ্বাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা কাঁদিতেছে, আর আমি "ইলবার্ট বিল" লইয়া হংস-পুচ্ছ হস্তে আপার ভাবনা ভা'ব'ছি। তবু আমি সুবিবেচক, জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী।—এখন কোন বিষয় বন্ধক দিয়া টাকার যোগাড় করি।

ঘটক। আজ্ঞা তা বই কি। সেত কথাই। এগুলি হল কার্য্য, ক'রতেই হয়, না ক'রলে দোষের।

তারাকালী। তবে আর কি, সমস্ত স্থির হয়ে গেল।

ভোলানাথ। এক্ষণে আপনি যে দিনটার কথা বল্লেন ঐ ৪ঠা ফাল্গুন বৃহস্পতিবারই বিবাহের স্থির রহিল, কি বলেন?

দিন। আজ্ঞা হাঁ, তাহাই স্থির।

ভোলানাথ। আমরা এক্ষণে তবে চল্লেম। সমস্ত উদ্যোগ ক'রতে হ'বে।

দিন। আরে বিলক্ষণ এত ব্যস্ত কেন! বসুন, বসুন।

ভোলানাথ। আজ্ঞা না, আজ আর অনুরোধ ক'রবেন না। অনেক কাজ আছে। এক্ষণে তবে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হুগলি দিনব বাটীব পার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যান।

(হেম বহির্ভাগে দণ্ডায়মান।)

হেম। গভীব জলধিজল, অতীব ভীষণ।
মকব, হাঙ্গব, নক্র সদা বাস কবে।
সর্প শত শত হেথা ফেবে চাবি দিকে।
ঘোব অন্ধকাব! নাহি জানি পথ কভু
ঈশ্বব সহায় কবি আইনু কেবল।
যা আছে অদৃষ্টে আজ ঘটিবে নিশ্চয়।
না লভি মুকুতা মোব, কভু না ফিরিব,
কিন্তু হায় কোথা মোব হৃদয় রতন!
(নলিনীব প্রবেশ) অইনা অইমা মোব মাথাব মাণিক।—
—আহা মবি! কিবা রূপ, কি হেরিনু আজি।
সার্থক জীবন মম, প্রেয়সী সুধাংশু
উদ্যান গগনে শোভে কলঙ্কবিহীনা।
কোথা ছিলে প্রাণাধিকে, আঁধাবিয়ে মোব
হৃদয়আকাশ, বড আশে আসিযাছি
তৃষিত চকোব, এস পুরাও বাসনা।
কি ভাব ভাবনা তুমি! আমবি, যেমতি
মলিনা নলিনী যবে নিশা সমাগমে।

কমলিনী নাথে হেরি বিষণ্ণ বদন,
ও মুখ মলিন তব শোভে অনুপম।
মধুর মাধুরী মরি মাখান যে মুখে
আজ তারে প্রেমভাবে করি নিরীক্ষণ।
কেন না হইনু তব কর্ণের কুণ্ডল,
কমল কপোল চুম্বে জুড়াও জীবন।

নলিনী। (স্বগত) মন যে কি পদার্থ নির্ণয় করা বড়ই সুকঠিন। দুই দিবস পূর্ব্বে আমার কিরূপ মন ছিল এক্ষণে আবার দেখিতেছি তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বে এখানে আসিলে মনে একরূপ ভাবের উদয় হত, এক্ষণে আর এক প্রকার অভিনব ভাবের উদয় হইতেছে। আর তেমন ক'রে গোলাপে জল দিতে উৎসাহ নাই, আর সেরূপ গাছের গোড়ার ঘাস তুলিতে ইচ্ছা হয় না, আর সেরূপ বকুল ফুলের হার গাঁথিতে ইচ্ছা হয় না। এখন যেন গোলাপে গন্ধ নাই, ফুলহারে শোভা নাই, সমীরণ হিল্লোলে সুস্নিগ্ধতা নাই। সেই আমি, সেই বাগান, সেই ফুল, সেই সমীরণ, কেবল আমার সে মন আর নাই। সেই এক মনের পরিবর্ত্তনেই সকল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এক রূপ ভাবিতে মিষ্ট লাগিত এখন তাহাতে বিষ বোধ, আর এক প্রকার ভাবিলে ভাল থাকি। যেন সেই মুখ খানি সেই চোক দুটী, সেই নাকটী, সেই চিবুক খানি সেই চুলগুলি, সেই অবয়ব, সেই প্রকৃতি সেই কথা সেই সমস্তগুলি মনে আঁকা চক্ষে দেখিতেছি। এমন সুখ কি আর আছে? তবে আবার

কাঁদি কেন? কাল এই মনোবৃত্তি আর এক প্রকার উচ্চ ভবন নির্জ্জন মান। তখন আর ভাবিয়া সুখ পাই না, ইচ্ছা হয় সেইগুলি সব দেখি, আর তাহাদের সম্ভোগে জীবন সার্থক করি। কিন্তু এইটীই আমার ভুল যাহা অসম্ভব, তাহার আশা করা অন্যায়। কিন্তু তাই বা কেন? মন যাহা ভাল বাসে, তাহা নিশ্চয়ই ভাবিব এবং অবশ্যই তাহাকে ভাবিব। কেন? মন কি আমার বশবর্ত্তী নয়? কখনই নয়। যাহার যাহা চুরি যায় তাহা কি আর তাহার থাকে? মন পরের বশ, আমি মনের বশ। আমার মত হতভাগিনী কি আর আছে? কিন্তু মনেরই বা দোষ কি?—যৌবন কুসুম বিকাসিত হইলে তাহার সৌরভ চারিদিক আমোদিত করে! জীব মাত্রেরই যৌবন কালে সহসা এক প্রকার অভিনব ভাবের উদয় হয়। তার সে সরল বাল্যভাব থাকে না। এই সময়ে মনের একটী চঞ্চল গতি হয়। ইচ্ছা হয় যেন কাহাকে ভাল বাসি, আর যাহাকে ভাল বাসি তাহাকে দেখিলেই যেন ভাল থাকি। সেই জন্য সকলেরই উচিত ঐ সময়ে সতর্ক হইয়া পাত্রাপাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক মনঃস্রোতের গতি ছাড়িয়া দেওয়া। নচেৎ আমার মত কষ্টে পড়িতে হয়। কত বার মনে করি, মনকে দৃঢ় করিব আর তাহার জন্য ভাবিব না, আর কাঁদিব না। কিন্তু তখনই আবার না কাঁদিয়া থাকিতে পারি না। যদি আমার মত কাহাকেও পাই, একবার জিজ্ঞাসা করি হাগা আমার মন কার জন্যে। আমি যার, কিন্তু সে আমার না—সেই কার জন্যে ব।

কেন? বিরহ কি ভয়ানক যন্ত্রণা। ভাল বাসা কি কুকাজ! পৃথিবীতে যেন কেহ কাহাকেও ভাল না বাসে। তাই বা কেন? আমার মত হতভাগিনীরা যেন ভাল না বাসে। প্রাণেশ্বর! দাসীরে কেন পরিত্যাগ করিলে? বিবাহ হইতে বিলম্ব বলিয়া দাসীকে একবার দেখা দিতেও কি নিষেধ আছে? মনে মনে ত' অনেক দিন বরণ করেছি

হেম। (স্বগত) কি বলিলে প্রিয়তমে পুনঃ বল শুনি।
বলিতে বলিতে কেন চাপিলেক বাণী॥
আরক্ত হইল তব কেন গো বদন।
কেন বা ঝরিল তব পঙ্কজ লোচন॥
একি শোভে বনশোভে তোমা হেন জনে।
যাহার পলকে ধ্বংস, সৃষ্টি উন্মীলনে॥
হের প্রিয়ে তবানন হেরিয়া মলিন।
নিষ্প্রভ নলিনীনাথ নীরদে নিলীন॥

নলিনী। (স্বগত) পোড়া প্রাণ কিছুতেই শান্ত হয় না। ইচ্ছা হয় একবার ছুটে গিয়ে দেখে আসি।

হেম। (স্বগত) কি মধুর মরি মরি পূরিল বাসনা।
যত শুনি আর শুনি শুনিতে কামনা॥

নলিনী। (স্বগত) বিধাতার কি বিড়ম্বনা! উভয়ে কেন একস্থান বাসী হলেম না, তাহলে আজ দিবা রাত্র দেখে নয়ন চরিতার্থ করিতাম।

(প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক হেমের উদ্যানে প্রবেশ)।

হেম। অবশ্য জেনেছি প্রিয়ে ছার দেশভূমি।
ছার সেই গৃহধাম যেখানে না তুমি॥

কিবা ছার দেহভার তোমার বিহনে।
ববঞ্চ স্বরগ তুল্য তুজনে কাননে॥
দৈবেব দারুণ দোষে আছলো তুঃখিনী।
ক্ষম অপবাধ প্রিয়ে প্রেম পাগলিনি॥

নলিনী। একি! কেহ কি বাগানে এসেছে?

হেম। চেয়ে দেখ প্রিয়তমে ইন্দুনিভাননি।
অনুগত জন তব চিনিবে এখনি॥
ত্যজিতে প্রস্তুত আছি ছার গৃহ বাস।
কাননে ভ্রমিব দোঁহে পাইলে আশ্বাস॥

(নলিনীব অধোবদনে অবস্থান)

হেম। কেন প্রিয়ে একি লাজ সুধাংশু বদনে।
এ সাজ কি ভাল সাজে তোমা হেন জনে॥
তুল মুখ, ঘুচে তুখ করি চাঁদ করে।
অকূল অমিয়-বাশি পিই আশভরে॥

নলিনী। (স্বগত) প্রণয়ীব কণ্ঠ মরি কি রসে রচিত।
না শুনি শতেক স্বব চির পরিচিত॥
(প্রকাশ্যে) কেমনে আসিলে হেথা বল কি কারণ
কেমনে করিলে তুমি প্রাচীর লঙ্ঘন॥
পুরুষ আসিতে হেথা বড় নিবারণ।
সর্ব্বনাশ হবে যদি জানে কোন জন॥

হেম। কি ছার প্রস্তব খণ্ড কি ববিতে পারে।
বাখানি সে বীরপণা প্রণয় পাথারে॥
না ডবি বিপদে প্রিয়ে, ভালবাসা পেলে।
কি ছার সর্ব্বস্ব নাশ, তুমি মোর হলে॥

পথিক ভিখারী আমি ভিক্ষা মাগিবারে।
এসেছি অনেক পথ রাখ তব দ্বারে॥
অতিথির সেবা দেখ শাস্ত্রের বিধান।
কি ভয় কাহারে, যদি পায় লো সন্ধান॥

নলিনী। কেমন পথিক তুমি কিবা ভিক্ষা কর।
এখানে বা কি আশায় কহহে সত্বর॥

হেম। প্রেমের ভিখারী আমি এসেছি হেথায়।
জ্বলিছে হৃদযানল বিরহ ক্ষুধায়॥
তোমার যৌবন পথে আমি লো পথিক।
মুষ্টি ভিক্ষা মাত্রে তুষ্ট চাহি না অধিক॥

নলিনী। কেমন ভিক্ষুক তুমি বুঝিনু বিশেষ।
দাসীর মিনতি এই রেখ হে প্রাণেশ॥
স্বপ্নের অগম্য তুমি এখানে আসিবে।
হৃদয়ের ব্যথা মোর সকলি জানিবে॥
তাই বলি যেন নাথ ক'র না হে ঘৃণা।
অবলা সরলা বালা না জানি ছলনা॥

হেম। কভু কি সম্ভবে হেন আনন্দদায়িনি!
আমি হে ভুজঙ্গ তুমি ভুজঙ্গের মণি॥
হৃদয়ের সার মম আদরের ধন।
প্রাণের অধিক তুমি নয়ন রঞ্জন॥
তোমায় করিব ঘৃণা কেমনে ভাবিলে।
কে কবে না বাসে ভাল হৃদয় কমলে॥

নলিনী। পরুষ পুরুষ জাতি সদা পক্ষপাতী।
পাইলে যুবতী ভাল ফিরে যায় মতি॥

তাই বলি মনে বড় সদা হয় ভয়।
দাসীরে চরণে রেখ শুনহ বিনয় ॥

হেম। প্রিয়তমে বেশ জেন, সাক্ষী এই নিশি।
সাক্ষী সব তারাকুল, সাক্ষী পূর্ণ শশী ॥
যতদিন তুমি আমি বাঁচিব জীবনে।
তোমা বিনা না ভজিব অন্য কোন জনে ॥

নলিনী। যে চাঁদে পনের কলা কত খেলা খেলে।
"লম্পটের শিরোমণি" সবে যারে বলে ॥
তারে কভু সাক্ষী মানা উচিত ত নয়।
পাছে তব অনুরাগ সেইরূপ হয় ॥

হেম। কি বলি শপথ তবে করি প্রাণেশ্বরি!
যা বল প্রস্তুত আছি কহ ত্বরা করি ॥

নলিনী। কি কাজ শপথে যদি ভালবাসা রয়।
উভয়ের মন যদি উভয়ে মিলয় ॥

নলিনী। অন্য দিন এতক্ষণ আমি বাড়ী যাই আজ বেশ বিলম্ব হচ্চে দেখে হয়ত ঝি আস্‌ছে। নাথ, ঐ ঝোপের পার্শ্বে গিয়া লুকাও।

(হেমের ঝোপের অন্তরালে উপবেশন, ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। কি গো, আজ কি ফুলবাগানেই থা'কতে হবে নাকি? সন্ধ্যা হয়ে গেছে যে, তা বুঝি এখনও জ্ঞান করনি—চল না, বাড়ী চল না।—আর ফুল বাগানে থেকে কি ক'র্ব্বে বল। এখানে রোজ কত ফুল ফুটছে অমনি কুচ্‌কুচে ভোমরাও এসে জুট্‌ছে। ভোমার ভাই, ফুলটা ফুটে মিছা মিছিই গেল, কৈ ভোমরার দেক

নেই একটা শুবুরে পোকাও এল না। ভাই, বলি বলে কিছু মনে করিও না। তোমার, মধুর লোভ আছে। না হ'লে, তোমরা কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে বেড়াচ্ছে, বসচে না কেন? তুমি উস খুস্ কল্লে কি হবে বল তোমার ও কোড়ো মধু কেউ সহজে খেতে চায় না। তাই ত তুমি কি সিমুলফুল হলে না কি?

নলিনী। মরণ আর কি, মুখে কাটা খোঁচা কিছু বাধে না কেবল ফষ্টী নষ্টী, আর জ্বালাসনে তুই চল্ আমি যাচ্চি।

ঝি। কেন? আমার সাথেই কেন চল না? সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আর এখন এখানে বসে কি ক'র্কে? এখনো ত কিছু হ'ল না। বুঝি ঘাটে চাঁদের যোগাড়ে আছ? আর যা কর না কর, দেখো শেষে যেন বিদ্যার মত ক'রে বস না। মালিনী মাসী ব'লে কাকে দাঁড়ি দেওয়াবে?

নলিনী। হ্যা দাঁক, চুপ কর্ বল'চ। মুখ ত নয় যেন আস্তা-কুড়। চল চল, যাচ্চি তুই চল।

ঝি। এস আর নাই এস আমি চলাম। (ঝিয়ের প্রস্থান)

(হেমের প্রবেশ।)

নলিনী। কোন দ্রব্যের মূল্য উহার প্রাপ্তির কষ্টাধিক্যের উপরই অধিক নির্ভর করে। তাই বলি, আমাকে সহজে বলে যেন অশ্রদ্ধা করিও না।

পতি বিনা অবলার আর কেবা আছে।
পতি যদি ঘৃণা করে যাই কার কাছে॥

পতিই সতীর গতি পতি শ্রদ্ধা সার।
পতি না বাসিলে ভাল কে বাসিবে আর॥

হেম। প্রিয়তমে, তুমি কি পাগল হ'য়েছ? তুমি কি আমার অনাদরের সামগ্রী? না, তোমাকে আমি অশ্রদ্ধা ক'র্‌তে পারি?

সতীই পতির মাত্র সংসারের সার।
বিফল গার্হস্থ্যে তার সতী নাহি যার।
উভয়ের ভালবাসা যদি সমভাব।
সংসার সুখের, তার কিসের অভাব॥

নেপথ্যে। শীঘ্র এস গো। রাত কি আর আছে? সন্ধ্যা উৎরে গেল যে।

নলিনী। চলিতে চরণ নাথ চাহে না কি করি।
ডাকিতেছে বারম্বার যাই ত্বরা করি॥
যাই তবে প্রাণেশ্বর ভুল না দাসীরে।
চরণের এক প্রান্তে রেখ অভাগীরে॥

হেম। যাবে যদি যাও কিন্তু নাহি চায় প্রাণ।
ক্ষণেক বিলম্ব কর দেখিলো বয়ান॥

(নলিনী যাইতে অগ্রসর)

হেম। প্রণয় কি ভয়ানক পদার্থ। সকল প্রকার প্রবল পরাক্রান্তকে দমন করা প্রণয়ের ক্ষমতাধীন। কিন্তু প্রণয়কে দমন করা বড় সুকঠিন। আমি যেন অন্ধ পদার্থ হইয়াছি। কোন বিষয়ে ইচ্ছা নাই। কেবল সেই মুখ খানি দেখি। দেখে যেন আশ মিটে না। যত দেখি, তত নূতন, ততই মিষ্ট।

নলিনী। আর একটী কথা ভুলে যাচ্ছিলাম। আজও এই পর্য্যন্ত হ'ল, কবে আ'সবে বলে যাও।

হেম। প্রিয়তমে, যা'ব বটে সত্য কিন্তু কেমন করে যাব আর গিয়াই বা কিরূপে থাকিব? তাই বড় ভাবনা।

নলিনী। নাথ, আমারও মন প্রাণ লয়ে চল্লে. স্মরণ রেখ। আমার মাথা খাও, কবে আস্‌বে বলে যাও।

হেম। ব'লতে হবে কেন মন যখন বাঁধা রা'খলে তখন টানে ত আ'সতেই হবে? সুবিধা পেলেই আসব।

নলিনী। যাই তবে অনেক বিলম্ব হল।

(প্রস্থান।)

হেম। ভাল বাসা জগতে ভাল বাসা কি কষ্ট কর পদার্থ এত দিন ভাল বাসিতে শিখি নাই, এক প্রকার মন্দ ছিলাম না। আজ ভাল বাসিয়াই ত এত কষ্ট। অপার ভাবনা। পৃথিবীতে প্রায় সকল প্রকার সুখই কষ্টলব্ধ কিন্তু সুখ ও দুঃখ কি আনুসঙ্গিক পদার্থ নহে। অবশ্য দুঃখ না হ'লে সুখ কিরূপে হ'বে? সুখের অবসান এবং তৎ প্রদায়িক বস্তুর অভাবেই দুঃখ, সেই দুঃখের অবসানে দুঃখদায়ক দ্রব্যের অভাবেই সুখ। অতএব মিলন সুখের অবসানে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা দুঃখদায়ক—আবার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা যু চলেই মিলনসুখ। সুখের পর দুঃখ যেরূপ ভয়ানক ক্লেশকর, দুঃখের পর সুখও সেইরূপ অতীব প্রীতিকর।

(নলিনীর পুনঃ প্রবেশ।)

নলিনী। যেতে যেতে আর একটী কথা মনে পড়ল, কার্য্য সাধন জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিও। আ।

আমার মাথা খাও, এস। আজ তবে এখন যাও—বালাই—এস।

হেম। তা আর ব'লতে হবে কি? আসিতে চেষ্টা ক'রব।

নলিনী। তুমি এস। যতক্ষণ দেখিতে পাই দেখি।

হেম। না—আমি যাচ্ছি, তুমি যাও।

নেপথ্যে। এস না গো—

নলিনী। যাই তবে—আবার ডাক্‌ছে। তুমি এস তবে।

প্রস্থান।

হেম। ক্ষণমাত্রেই যেন সব শূন্য বোধহইল।

(নলিনীর পুনঃ প্রবেশ)

নলিনী। এ কি এখনও এখানে? দেখ দাসীকে ভুল না যেন, মনে ক'রে এস। আর বিলম্ব করিও না।

হেম। প্রাণেশ্বরি! তুমিও মনে রেখ।

(উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হুগলি, চট্টোপাধ্যায় পল্লী।

(পল্লীস্থ মহিলাগণের বিবাহ দর্শনে গমন।)

চপলা। ওলো বিমলা আজ চাটুয্যেদের বাড়ীতে বে দেখতে যাবি নে?

বিমলা। যাব বই কি ভাই, একটু দাঁড়া না, কাপড়খান পরি। (স্বগত) এই ঢাকাইখানা পরেই যাই। দূর ছাই, আবার ভাল নাকছাবিটা খুজে পাই না, বালা জুগাছ কোথায় গেল। (চপলার প্রতি) দ্যাক্‌ ভাই, গোড়া

মনটা এমনি হ'য়েছে কোথায় কি রাখি, কি করি—কিছুই মনে থাকে না।

চপলা। তা ভাই, মনে থাকবে কেন? তোমার মনে কি আর এখন মন আছে? তা যা হোক্ ভাই, তোর সোহাগ দেখে আর বাঁচি না, সব গয়নাগুলি না প'রলে আর যাওয়া হয় না? সেখানে ত ভাই, তোর ভাতার নেই যে ভালবাসবে না। গয়না না হ'লে কি বে দেখতে দেবে না নাকি? কে জানে ম্যানে এই যে গয়না না পরেই যাচ্চ, যে বুঝি দেখতে পাব না? চললো শরৎ, আমরা যাই, ওর সেই যে কথায় বলে, "সাজ কত্তেই দোল ফুরালো।"

বিমলা। দেখিস লো দেখিস্, তোদের যে বে বে করে পেটের ছেলে পড়ে গেল দেখছি।

শরৎ। আ মরণ, আবার ইচ্ছা হয় না কি?—এ কখন্ হবে না?

চপলা। হয়ত এতক্ষণ হয়ে গেল, শুনেছি বে নাকি গোধূলি লগ্নে হবে।

বিমলা। তবে চল্ ভাই চল্, আর দেরি ক'রে কাজ নেই বোন্, শীতের বেলা একবার চোলো ত গেল। চল বোন্ কামিনীকে ডেকে নিয়ে যাই।

(কামিনীর প্রবেশ।)

কামিনী। ওমাঃ তোরাও এখন যাস্‌নি,—আমি বলি আমারই দেরি হ'য়ে গেছে। আ মরণ, কখন যাবি লো?

বে যে হ'যে গেল। শুনেছি বে নাকি এক ঘড়ি বেলা থাকতে হবে।

চপলা। দূর ভাই, তোর জ্বালায় বাঁচি না, হয় তিল ক'রে তাল। দিনের বেলা বে হবে নাকি? তোর এক কথা!

শরৎ। কে জানে ভাই, যেমন শুনলাম, বল্লাম। এত শত তলাই নি।

বিমলা। চল ই না কেন, না হয় একটু চলেই চলনা। যত তাড়াতাড়ি কেবল আমার বেলায়?

চপলা। ভাল কথা মনে পড়েছে? হাঁলা বিমলা, শুনেছিস ওদের শশীর নাকি পেট? কোথা যাব মা।—বাঁড় মেয়ে ঘরে রাখা—

বিমলা। (অস্পষ্টস্বরে) থাম্ না, আমি আগে শুনেছি, ওকথা কি আবার পেরকাশ করে। (প্রকাশ্যে) ছিঃ এই বেলা কেন গলায় দড়ি দিয়ে মরুক না? কি ক'রে আবার মুখ দেখাবে?

শরৎ। চপলা কার পেট লা, কার পেট লা?

বিমলা। কার আবার পেট শুন্‌লি। অবাক্ কল্লি যা হোক। আমি ব'ল্‌ছিলাম, ভাতার না ভাল বাস্‌লে গলায় দড়ি দিয়ে মরাও ভাল।

শরৎ। তা বল্‌বি কেন? ও না বল্লে শশীর পেট। হাঁলো সত্যি নাকি? ও মা কি ঘেন্না, কি ঘেন্না!

বিমলা। দ্যাখ্ একবার—"শুন্‌লে পাড়া ত নিলে পাড়া।"

চপলা। তা ভাই, ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় কদিন চলে? টের পেতে কেউ কি বাকি আছে? আ'মরণ, কেন, আগেত ছুঁড়ীটে ছিল ভাল!

কামিনী। ছিল ভাল বটে, কি জানিস "মিটমিটে ডাইন।" তবে এদান্তি হেসে বই আর কথা কইতে পা'রত না।

শরৎ। তা বই কি ভাই রোজ গঙ্গা না'ইতে যাওয়া হ'ত।

বিমলা। আবার সুধু তাই, পুরুষ দেখলে যেন ঢলে প'ড়ত। গায়ের কাপড় কোথায় কি কিছু খেয়াল নাই সচ্ছন্দে পুরুষের সমুকেই বুকের কাপড় খোলা। ছিঃ—

কামিনী। ভালটাই বা কি ছিলেন, চলন দেখলেই জানা যেত। যা হোক্ ভাই, আমাদের ওর কথায় কাজ নেই।

শরৎ। আবার দেখিছিন্, এদান্তি পেটে পেড়ে চুল বাঁধা, দাঁতে মিসি দেওয়া হ'ত। বল্লেই ব'লত "দাঁতের গোড়াগুলো কেমন বেতা হয়েছে।"

চপলা। পেট আর খসাবার যো নাই। ফাঁড়ির লোক জানতে পেরে বাবা ক'রে গেছে।

শরৎ। কে একাজের কাজী, বল দেখি বোন্।—যেমন ওর বাপ রা ঢের বে শুনলে অলে যেত, তেমনি হ'য়েছে।

চপলা। তোর ভাতারের কথাইত হ'চ্চিল।

শরৎ। অমন ভাতারের গলায় দড়ি। আমার স্বরূপ বেস্তর। সে কেবল বসে মুখে হয়ে আছে।

বিমলা। তা ভাই, বল্তে গেলে না হয়ে করেই বা কি? আমাদের ভাতারই দেখ না, এক হপ্তা বাড়ী না এসে

কি রকম হয়। ওদের ভাই, অমনি বার মাস তিরিশ দিন। কাঁহাতকই বা পারে?

শরৎ। তা ভাই পরমেশ্বর যাকে এমন করেছে, সে থাক্‌তে না পাল্লে চ'লবে কেন?

চপলা। তোর এক কথা। ভেবে দেখ দেখি, থাকা কি যায় না। ওরা ভাই কি কঠিন যে এমন ক'রেও থাকে।

বিমলা। ওরাও ত আমাদের মত মানুষ, আর ত কিছু নয়।—রাঁড়ের বে হওয়া, রাঁড়ের বে হওয়া ক'চ্চে সব, হ'লে কিন্তু ভাল তা হলে এ সবগুণ হয় না। এই দেখ দেখি, কি ঘেন্নার কথাই হয়েছে। এই রকমে বে না হ'লে, কেউ বেরিয়ে যাচ্চে, কেউ পেট খসাচ্চে, কেউ গলায় দড়ি দিচ্চে, কত খাবারই হ'চ্চে।

চপলা। হ'লে ভাল বটে। থালা, ভালবাসা কি ভোলা যায়? কেউ কেউ না কি নে, তা হ'লে রাঁড়েরা রোজ একটা ক'রে ভাতার মারবে আর রোজ কাড়্‌বে।

কামিনী। এ কথা যারা বলে, তারা ঐ রকম লোক। কি জানিস, তারা ন মা'গের ভালবাসা জানে না। মা'গকে যে ভালবাস্‌তে হয় এ কথা তারা শোনেনি। ভাল যাকে বাসি, যাকে না দেখ্‌লে প্রাণ কেমন ক'রে তা না। বাপ্‌ রে, গা শিউরে উঠে! এমন কথা কোথা কে আনে কে জানে! মরুক গে ভাই, আমাদের কাজ নেই।

বিমলা। আর এই যে একালের পুরুষের, ম'লেই বে হয়। তারা রোজ ক ম'রে মা'গ মার্চ্চে, আবার বে কচ্চে?

কতকগুলো মাতাল যুটে—মরণ! বাড়িতে থাবার সঙ্গে সম্বন্ধ, রাত দিন বেশ্যার দ্বারে প'ড়ে আছে—ব'সে ব'সে করেন কি, এই নিয়েই আছেন।

শরৎ। শশীটা এমন মেয়ে গা, জানবার যো ছিল না। ওমা আমরা আবার ওর সঙ্গে কথা কহিতাম! কিন্তু দেখিছিস্ "পাপকর্ম্ম ছাপা থাকে না।"

বিমলা। চুপ কর ভাই, কে আস্‌ছে বুঝি। হালা, বর এসেছে কি?

চপলা। কে জানে ব'ল্‌তে পাব্বি না। একবার শাঁক বেজেছিল বটে।

শরৎ। দিব্যি বরটী ভাই, যেমন সুশ্রী গড়ন, তেমনি নাক চোক। তবে কি না একটু শ্যামবর্ণ।

চপলা। হাঁলা খুব কাল নয় ত?

শরৎ। না না মলো আর কি। কাল কোথায়—একটু শ্যামবর্ণ; খুব নাকি বড় মানুষের ছেলে। পাশ করা নাকি?

চপলা। কটা পাশ করেছে লা?

শরৎ। শুনেছি এই একটা পাশ করেছে।

চপলা। নেহাৎ মুখ্‌খুর হাতে মেযেটা দিলে। একটা বই পাশ নয়। আমাদের ও এই চারটা পাশ দিয়েছে, এখনও পড়্‌ছে।

কামিনী। তা ভাই, সকলে কি সমান হয়। যে যেমন পাবে।

চপলা। পাশ না কল্লে ভাই, মানুষের মধ্যে হয় না।

কামিনী। বেশী পাশ করা হ'লে, আবার কাজের মধ্যে রয় না।

চপলা। এই ববদা একটা পাশ দিতে তিন বাব ফেল হল একেবারে হিম সিম্ খেযে গেল। ছোঁড়াটাকে তাব বৌটা পর্য্যন্ত দেখতে পাবে না। বৌটাব ভাই পোড়া কপাল।

শরৎ। ছেলেটী ভাই, কিন্তু দেখতে বেশ।

চপলা। মবণ আর কি, তোব কি ইচ্ছা হয নাকি?

কামিনী। আ মরণ! ছুঁড়ীব মুখ দেখ।

বিমলা। তুই কি বর দেখেছিস লা কামিনি?

কামিনী। না ভাই পোড়াব দশা আমি কি কবে দেখ্‌ব। আজ আবাব আপিশ বন্ধ ক'বে এসেছে, আজ কি বাড়ী থেকে বেরুবাব যো আছে। ও বাড়ীর গিন্নী বল্লে, তাই শুন্‌লুম।

চপলা। কেন্‌লা. তোকে নাকি তোর ভাতাবের মুখটীতে মুখ দিযে ব'স থাক্‌তে হয। ছিঃ! তুই ভাই কিন্তু অবাক্ ক'ল্লি। ঢের ঢেব দেখেছি, কিন্তু এমন ধারা ত কারোই কখন দেখিনি।

কামিনী। তা ভাই, ছাদনের পব একদিন আ'সবে সে দিনও যদি একবাব কাছে না বসুব, তাহ'লে বাঁচবে কি ক'বে। আজ তবু এক দিন উপবি হ'যে গেল।

বিমলা। নে বোন্ তোবা খুব ঝগড়া কব্।

চপলা। দেখিস্, আব ত কাব মাগও নেই, আব কাবও ভাতারও নেই। ওহো হো, তোমাবি বুঝি তবে বেরুতে ইচ্ছা হয না? এতই যদি তবে এলে কি ক'বে।

কামিনী। তা হবেই না বা কেন? আমাব ত তোব ভাতা

বের মত ভাতার নয়, যে প্রদীপ নিবিয়ে না দিলে শোয়া হবে না। আমার ভাতার যেন গলার হার।

শরৎ। আ মরণ মুখে একটু বাদ্‌ল না। হাঁলা প্রদীপ নিবিয়ে দিতে হয়?

কামিনী। ভাই, ওর দুঃখের কথা বল কেন? ওর ভাতার কেতাব হাত থেকে নিলে চ'টে লাল।

শরৎ। পোড়া কপাল ওঁর। আজন্মে কত মুখ খুবিয়ে শিবপূজা করেছিলেন।

বিমলা। পড়ে তা মন্দ কিসে? বেশ ত। তা ব'লে কি সব সময়?

কামিনী। ছার কপাল। ভাতার হবে কথার।

চপলা। তা বলি ভাই, এটাও কিছু নয় যে ভাতারের মুখটীতে মুখ দিয়ে না বসে থাক্‌লে চলে না।

বিমলা। দ্যাক্‌ চপলা, তুই ভাই কিন্তু বড় মুখ-ফোড় মেয়ে। বড় এক-চোকো। পরের সুখ দেখলে তোর চক্ষে যেন বালি পড়ে। কেন? তোর ভাতার যখন বাড়ী আসে, তুই কি বাড়ী থেকে একবারও বেরুস্‌।

কামিনী। মোলো। তা আর হ'তে হয় না। তখন ডুমুরের ফুল।

চপলা। কেনই বা হবে না?

কামিনী। এখন পথে এস। অমনি সবারই। আপনার বেলায়ও যেমন দেখ্‌তে হয়, পরের বেলায়ও তেমনি দেখ্‌তে হয়।

বিমলা। দূর হ'গে ভাই তোরা কেবল ঝগড়া কচ্চেই

আছিস, শীঘ্র চল্। কত ঝগড়া কত্তে পারিস, এর পর করিস।

কামিনী। না ঝগড়া নয়, হক কথা বলতে হয়।

বিমলা। এখন একটু থাক, ঐ হিমী বুঝি ডাকতে আসছে।

(হিমার প্রবেশ।)

হিমী। ওগো তোমরা এস না গো। খুড়ী মা যে তোমাদের ডাক্‌ছেন। বে আরম্ভ হ'ল বলে, শীঘ্র এস না।

বিমলা। চল্ লো চল্, চলে চল্। এখন তোদের গল্প রা। রাত্তিরে কত গল্প কত্তে পারিস্, দেখ্‌বো। গান টান জানিস ত ?

চপলা। কেন জানব না লা। আমরা কি আর পাড়াবের মা'গ নই। বরকেও গাওয়াতে হবে। আজ সমস্ত রাত্তির গান হবে।

বিমলা। গাইবার জন্যে প্রাণটা উস্‌খুস, ক'চ্চে নয় ? এখন বাড়ীর কাছে এসে থাম্।

চপলা। আচ্ছা, কে আগে গাইবে বল্ ?

বিমলা। ওলো, তুইই গাস লো, এখন একটু থাম।

চপলা। কেনই বা না গাইব ?

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।—বাসরশয্যা।

(হেম ও নলিনী শয্যায় শয়ান)

হেম। (স্বগত) পৃথিবীতে সুপবিত্র পরিণয় কি সুখকর

পদার্থ। উভয়ের আজ একাসনে উপবেশন যেন স্বর্গ-সুখ-সম্ভোগ। স্বভাব স্বভাবতঃ আজ অভাবে অভাব হইয়াছে। জগতস্থ যাবতীয় পদার্থ আজ সুখ মাখা। যে দিকে দেখি সমস্তই সুখী। হৃদয় পুলকে পূর্ণ, মন অকৃত্রিম আমোদে মগ্ন, নয়ন আনন্দনীরে নৃত্য করিতেছে। দম্পতি অপূর্ব্ব সুখী দম্পতিকে দেখে সকলে সুখী। ইহলোকে যদি সুখ শব্দ থাকে, তবে আজ লাভ করিয়াছি। এবং জানিলাম জগতে যার আমার মত চিরপ্রতিপালিত আশা পূর্ণ হয়, কেবল সেই সুখী। যে দম্পতির হৃদয়ের বিনিময় হয়, তাহারাই সুখী। প্রিয়তমে ঘুমালে কি?

নলিনী। না ঘুমাই নাই।

হেম। আজ অবধি তুমি আমার হ'লে?

নলিনী। কেন, তোমার কিসে?

হেম। আজ ত তোমাকে কিনিলাম।

নলিনী। দেহ কিনেছ, কিন্তু মন যদি না কিনে থাক?

হেম। কেন ভাই সে ত অনেক দিন কিনে প্রণয় শৃঙ্খলে বেঁধে হৃদয় পিঞ্জরে আবদ্ধ রেখেছি।

নলিনী। যদি শৃঙ্খল কেটে পালায়?

হেম। ছোলা দেবার কি, পালাবে কোথা খনি। শৃঙ্খল কাটে, পিঞ্জরেই থাকিবে।

নলিনী। তুমি ত কেন নাই, আজ আমি বরং তোমাকে "কড়ি দিয়ে কিনে দড়ি দিয়ে বেঁধেছি, ভ্যা করাব।"

হেম। কড়ি কি দিলে?

নলিনী। আমার যা কিছু স্ত্রীরত্ন ছিল, তা দিয়া দিয়েছি তার পর প্রণয়রজ্জু দ্বারা বন্ধন।

হেম। এখন মধ্যস্থ পেলে মীমাংসা করাইয়া লইতাম, তুমি বা আমি কিনিয়াছি। যাক্, তার পর সই দেখা, আর এই দেখা। ভাল আছ ত?

নলিনী। আর তোমার জিজ্ঞাসার দরকার নেই। অনেকবার জন্য অঙ্গীকার করেও এলে না।

হেম। বড় গোলযোগে পড়ে আসতে পারি নাই। মাপ কর।

নলিনী। অত বেশী কেন?—আজ মনটা বড় খারাপ আছে।

হেম। হবেই ত। বের দিন হ'তেই পাবে!

নলিনী। না মিথ্যা নয়। সকাল থেকেই মনটা খারাপ আছে।

হেম। কেন বল দেখি, নিজের জিনিষ বিক্রয় ক'রলে তাই?

নলিনী। তামাসা নয়। মনটায় কিছু ভাল লাগছে না।

হেম। কেন, কারণ কি?

নলিনী। তোমার মনটাও খারাপ ক'রে দেব?

হেম। তা হলে, দুজনে ভাগ ক'রে লইব।

নলিনী। আজ একটা বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।

হেম। কি রকম স্বপ্নটা বল না।

নলিনী। না বলিতে পারব না। (চক্ষের জল মোচন।)

হেম। আমার মাথা খাও বল। একি কাঁদিতেছ না কি? তুমি কি পাগল, একটা স্বপ্ন দেখে কাঁদছ! স্বপ্ন কি সত্য হয়?

নলিনী। সে আমি কেমন করে ব'লব। বলতে গেলে মুখ বন্ধ হয়ে যা।

হেম। ছিঃ ছিঃ ভয় কি, কেঁদ না—

কেন প্রিয়ে মিথ্যা ভয়, স্বপন কি সত্য হয়
সুশীতল অনল যেমন।
তাই বলি প্রাণেশ্বরি, সে ভাবনা পরিহরি
বল শুনি স্বপন কেমন॥

নলিনী। মনে নাথ এই ভয়, লোকে বলে সত্য হয়
উষাতে যে দেখিলে স্বপন।
উষার স্বপনে রাম, ছাড়িলেন গৃহ ধাম
তাই ভাবি কাঁদে সদা মন॥

হেম। অধৈর্য্য কিসের লাগি, হয়ে মন অনুরাগী,
প্রকাশ করহ মোর কাছে।
জলবিম্ব হয় জলে, পুনর্মিলয় জলে
তার জন্য ভয় কিবা আছে॥

নলিনী। স্বপনেতে গুণনিধি, হেরিয়াছি যেন বিধি,
প্রতিকূল কপালে আমার।
ভাগ্য দোষে তোমা ধনে, বঞ্চিত হয়ে জীবনে,
করিতেছি কত হাহাকার॥
বিষম সে কথা সব, বল হে কেমনে কব,
কহিবারে না সরে বচন।
ধরিয়া পদযুগলে ভাসিয়া আঁখির জলে,
করিলাম কত সে রোদন॥

তুমি না উঠিলে আর, ভাবিলাম তবে ছার,
প্রাণে আর নাহি প্রয়োজন।
পশি জ্বলন্ত অনলে অথবা জলধি জলে,
সব দুঃখ করিব মোচন ॥

হেম। প্রিয়তমে ছিঃ কেঁদ না। স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়। কত স্বপ্ন প্রত্যহ দেখা যায়, তাহ'লে কখন রাজাও হওয়া যায়, আবার অনতিবিলম্বেই দরিদ্র হইতে হয়। দেখ স্বপ্ন অমূলক মাত্র।

নলিনী। চুপ কর, বোধ করি কেহ আস্‌ছে।

(চপলা, বিমলা, শরৎকুমারী, কামিনী ও নাৎবৌয়ের প্রবেশ।)

হেম। আরে আসুন, আপনারা সব কোথায়। 'আমি একলাটী ব'সে আছি। বসুন

চপলা। ওমা, এই যে এর মধ্যে বরের বোল ফুটেছে কপচাতে শিখেছে এই যে। কে বলে "বর না চোর'। কেন ভাই একলাটী কিসে? অমন সমুখ মা'গ নিয়ে শুয়ে আছ। তোমার ও প্রদীপ নিব্‌লে ভয়। আবার "পেটে একখানা মুখে একখানা কেন?'

শরৎ। না ভাই দিব্য বরটী যেমন রূপে তেমন গুণে

কামিনী। তা নই কি ভাই রূপে গুণে যেন হনুমান—

নাৎবৌ। অবাক্, দেখিস্—কথার শ্রী দেখ। তোদের যে ছাই মুখে আর কিছু বাধে না।

হেম। যা ব'লে আপনারা সন্তুষ্ট।

চপলা। ওমা দেখিছিস লা। বৌয়ের অমনি রাগ হ'ল। বর সবারই হয়, সবাই ঠাট্টা করে।

কামিনী। দূর ছুঁড়ি—তোরও হয়?

নাৎবৌ। অবাক্ বোন, তোমার ঐ এক কথা। কোথায় আমি কি বল্লুম, না তুমি আর ভেবে আমায় একবারে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিলে।

বিমলা। আ মর! আপনা—আপনি ঝগড়া ক'রে মরিস্ কেন?

(হেমলতার প্রবেশ।)

চপলা। এই যে আমাদের হেম বাবুর আগমন হ'ল। ম'রে যাইরে, এতক্ষণ কি হ'চ্ছিল লা? এ যে "ভাব ভাব কদম্বের ফুল"। একদিন ভাতারের কাছে না শুলে কি চলে না বুঝি।

প্রাণের ভাল বাসি যারে।
ঘুরব ফিরব দেখব তারে॥

হেমলতা। চুপ কর বোন্, থাম্।

চপলা। এই নাও ভাই, এইটী তোমার মেঘের সই, আমরা সবাই মিছে সই, মনের কথা যদি কই, মোদের কেবল রোজ সই, তোমরা দুজনে খই দই। বলত, ভাই মেখে দিই।

হেমলতা। মাখিতে কি আর বাকি আছে? দেখছ না গ'লে গেছি।

হেম। এসত ভাই সই, এসত। তুমি না এলে কি জুৎসই হয়। এতক্ষণ ঘরটা যেন আলো-আঁধারে মেরে ছিল।

কামিনী। আমর! ওঁরা দুজনে শ্যাম রাই।

আমরা বুঝি ভেসে যাই ॥

কুব্জা সুন্দরী হ'ল।

রাই গেল রসাতল ॥ তবু ভাল—

শরৎ। তা বড় মিছে নয়।—

"যার সঙ্গে যার মজে মন।

কিবা হাড়ি কিবা ডোম ॥"

বিমলা। তা জানিস্ না—

পুরাণ পিরীতি শুক্ কুল।

হ'য়ে পড়ে থাকা যমের ভুল ॥

নবীনা নলিনী রসের মূল।

গুণ্ গুণ্ গানে ছুটে অলিকুল ॥

হেমলতা। তাও বুঝি তোমার চক্ষের শূল। (হেমের প্রতি) তবু ভাল ভাই, এইবার না হয় জমকে নাও। (চপলার প্রতি) সমস্ত দিনই আজ এইখানে আছি। তবে এখন সইকে সয়ার মনের মত করে সাজিয়ে গুজিয়ে দিয়ে, তার পর একবার গিয়ে খাইয়ে রেখে এলাম।

চপলা। তালে ফাঁক যাবার যো নাই। তা'ত বটেই ভাই।

কামিনী। আ'মরণ, মুখ দেখ।

চপলা। দেখো—নেকী—যেন কিছু জানেন না।

হেমলতা। সয়া, ভাই একবার সইকে কোলে নিয়ে ব'স দেখি, দেখে আমাদের চক্ষু জুড়াক।

হেম। সে জন্যে আর এত তাড়াতাড়িতে কাজ কি, চিরকাল আছেই ত।

হরলতা। সে সবাই জানে, এর পর মা'গ নিয়ে শোবে, সেখানে ত' আর কেউ দেখ্‌তে যাবে না। (নলিনীকে হেমের ক্রোড়ে বসাইয়া) এই দেখ দেখি কেমন দেখাচ্চে। আহা যেন হর গৌরী, বেশ সেজেছে।

(নলিনীর অবতরণ।)

চপলা। বর একটা গান বলত ভাই। চুপ কর সব এইবার গান হবে।

হেম। আজ্ঞা আমি গান জানি না।

চপলা। গাও না। আর নেকামিতে কাজ কি। যা জান, তাই গাও।

হেম। আজ্ঞা, বস্তুতঃ আমি গান জানি না।

চপলা। দেখো—'নেবা আজলি ঝলসা কাণা।" নাও না ভাই, গাও না. মিছে চালাকি কর কেন ?

হেম। আজ্ঞা, গান জান্‌লে কি এত বলতে হ'ত। আপনারা বরং গা'ন, আমি শুনি।

বিমলা। এক শ বার কি এক কথা ভাল লাগে ? গাও ত গাও, নয়ত মাগ নিয়ে শোও। আমরাও পথ দেখি।

চপলা। "সাধ যায় বৈষ্ণব হ'তে,
আর কি কাটে মোচ্ছব দিতে।"
একদিন একটু কষ্ট কর।

হেম। আপনারা রাগ করেন যদি, ত আর কি বল্‌ব। বাস্তবিক, আমি গান জানি না। একান্ত ছাড়বেন না, যা জানি গাই, কিন্তু হাসবেন না।

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

রমণী রতন, কি সে ধন, কি রমণ।
অবনীমাঝার শোভা পুরুষ মনোরঞ্জন॥
কিবা ধন আছে ইহে, তুলনা দিতে হে তাহে,
অতুল্য অমূল্য সে যে নাহি তাহার সমান।
প্রণয় পরম ধন, তাহে করে পর্য্যটন,
তুষিতে পুরুষে বুঝি বিধি করেন সৃজন॥

চপলা। তবে নাকি গান জান না, এমন সুন্দর গান জানেন, তবে এত সক্ক কাটা হ'চ্ছিল কেন?

হেম। যাই হোক আমার ত হ'ল। এইবার আপনারা গা'ন। আর ত কথা কহিবার যো নাই।

চপলা। তা ভাই, আর একটা গাও। তার পর আমি গাইব। আমাদের ত রাৎকুয়াণ আছেই।

হেম। জানি না, তার পর যা জান্‌তাম গাইলাম, আর কেন?

কামিনী। সে বুঝেছি। কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখালে কেন?

হেম। আর কেন মিছে অন্যায় অনুরোধ করেন? আর একটা যা জানি গাই, আর কিছু বল্‌বেন না।

চপলা। না—না এইটা গাও তার পর আমরা গাইব।

হেম। বসন্তবাহার—আড়াঠেকা।

রমণীর তুল্য ধন আছে কিবা এ সংসারে।
অতুল্য করিয়া বিধি সৃজন করেছেন তারে॥
দুস্তর প্রেম পাথার, কার সাধ্য হয় পার,
কেবল মাত্র পারাবার প্রমদার প্রেমভরে।

রসিক সুজন বিনে, কে তাহে তোষে যতনে,
অন্যে জানিবে কেমনে, কমলিনী সরোবরে ॥

এই নিন, আমার গাওয়া গেল। আপনারা এইবার গান।
আর ত বসবার যো নাই।

চপলা। পরে আবার গাইতে হবে। এখন শরৎ, তুই একটা গা ত বোন্। তুই আগে একটা গা, তার পর আমি গাইব।

শরৎ। তা বই কি, তুই কেন আগে একটা গা না, তার পর আমি গাইব। ম'লো যাহ আর কি—

"আপনার বেলা আটিস্টি।"
"পরের বেলা দাঁত কপাটি ॥"

বলি কেন না, তুমি কি জান না কি ?

চপলা। না বোন রক্ষা কর। আর তোমার গেয়ে কাজ নাই। আমরাই গাইচি। এঁরা যে গাইতে বলেছি বলে আর গাচেন না। দেখো এদিকে ভাতারের কাছে খুব। তা'হে বিমলা আমরা গাই।

বৌ। সেই ভাল, এস সবাই মিলে গাই, কোন্‌টা গাবে বল। সবাই যেটা ভাল জানি, সেইটা গাই এস।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

আজি কি আনন্দ সখি মন সাধ মিটিল।
সরস পঙ্কজ বনে অলি আসি জুটিল ॥
আহা কি বিচিত্র শোভা, ত্রিভুবন মনোলোভা,
নবঘন বামে কিবা সৌদামিনী শোভিল।

আবেশেতে অঙ্গ টলে, প্রেমভরে পড়ে ঢোলে,
যেন মলয় হিল্লোলে পরিমল লোভিল ॥

চপলা। এইত ভাই আমাদের হ'ল। এই বার তুমি গাও।

হেম। আবার, আমি একলা দুটো গেয়েছি আপনারাও সকলে দুটো ক'রে গা'ন।

চপলা। বল কি! অততে কাজ নেই। গা'লো ভাই, আর একটা গা।

ভৈরবী — খেমটা।

মরি কি সুন্দর রূপ হেরিলাম সজনি।
দিনমণি সঙ্গে যথা রঙ্গে নাচে নলিনী।
মনোহর মনোরমা, অপরূপ অনুপমা,
নয়ন ভ্রুকুটী ভঙ্গে মনোমথ-মোহিনী।
আনন্দে পতির সঙ্গে, ভাসবে প্রেমতরঙ্গে
মিশাইবে অঙ্গে অঙ্গে, রঙ্গে দিবা যামিনী ॥

চপলা। এখন উশুল হ'ল ত! এইবার তুমি গাও।

হেম। এর মধ্যেই কি! আপনাদের সব দুটো ক'রে গাইতে হবে।

চপলা। মাইরি নাকি, যা বল্লে, তাই হ'ল। আবার চালাকি কেন; গাও না।

হেম। আর নিদেন একটা গান। আপনাদের কাছে গাওয়া আমার কেবল হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র। গাইতে জা'নলে ক্ষতি ছিল না।

বিমলা। তা হোক্ খারাব হলেও ত তোমার দাম কেউ

কাটিবে না। সে ভয়ত নেই। নাচতে এসে তার ঘোনটা টেনে কাজ কি ভাই?

হেম। কি জানেন, আমার এখান লেখা পড়া করবার নয়। কিরূপে গান শিখিব বলুন। আমাকে গাইতে বলা কেবল লজ্জা দেওয়া।

লীলা। আমরিবে আর চতুরালিতে কাজ কি, নাও না গাও না। "চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী।"

হেম। (স্বগত) বড়ই বিরক্ত করিল। আর ভাল লাগে না। স্বপ্নের কথাটা শুনে অবধি মনটা কেমন হয়েছে। স্বপ্ন অমূলক মানি, তার জন্য বৃথা চিন্তা কেন? আমি কি পাগল, একটা মিথ্যা বিষয় লইয়া মন খারাব করি কেন? কিন্তু আমোদ প্রমোদও ত ভাল লাগিতেছে না। করিই বা কি?

(দৈব বাণী)

[হেম- সুখের বাসরে আজি মাতিয়া তাহায়।
ভুলিয়াছ প্রাণ পাখী উড় উড় প্রায়॥
কি ভাবে নিশ্চন্ত আছ আমোদে মাতিয়া।
এখনি যাইতে হবে সকল ছাড়িয়া॥—]

তাইত আমাকে কে কি বল্লে না। উঃ ভয়ানক কথা। বোধ হয়, কিছুই নহে। কেবল মনের গতি মাত্র। ... বিষয় অতি আগ্রহের সহিত চিন্তা করা যায়, সর্ব্বদা তাহাই যেন শুনা যায়।

(দৈববাণী)

[হেম—ভুলিলে কি প্রমদার পবিত্র বিনয়।
সরলা তোমার আগে জেনেছে নিশ্চয় ॥—]

আবার যেন শুন্‌তে পাচ্ছি। কি ভয়ানক কথা! প্রিয়তমার কথা কি সত্য হ'ল নাকি? মনটা কিন্তু বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। (প্রকাশ্যে) অপনারা বসুন, আমি এক বার বাহির হইতে আসি।

চপলা। বল কি চাঁদরে আমার! সুখ যে ধরে না দেখছি। এতক্ষণ ভেবে চিন্তে বুঝি বাহিরে যাবার ইচ্ছা হ'ল। যাও না আর থাকে পোনায় কাজ কি!

হেম। এত বড় কষ্টকর দেখ্‌ছি। প্রাণ যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে। আপনারা আমাকে একটু মাপ করুন, বিরক্ত করিবেন না। বড় কষ্ট হচ্চে। কিছু ভাল লাগ্‌ছে না।

চপলা। (হেমের চিবুক ধারণ পূর্ব্বক) ওরে আমার তুমিরে! কষ্ট বোধ হচ্ছে! "বর না চোর" তার আবার এত আস্পর্দ্ধার কথা ত কখন শুনিনি। যত বড় মুখ তত বড় কথা!

বিমলা। তা বই কি, এমন গোমড়া-মুখো বরত দেখিনি। সচ্ছন্দে আমাদের অপমান কল্লে গা। অবাক্ ছিঃ অভাগ্যির দশা! আজকের দিনটা যাক্। বেহায়ার বালাই দূর।

হেম। বড় কষ্ট বোধ হ'চ্চে। ভারি গরম বোধ হ'চ্চে। এক খানা পাখা দিতে পারেন?

চপলা। ওরে আমার গোবর্দ্ধন! ননির পুতুল, গ'লে যেও না যেন! খান ছুচ্চার লেপ নিয়ে আয় ত লা, একেবারে ঠাণ্ডা করে দিই। (লেপ আনয়ন) এই নাও, পাখা দাও। (চারি খানা লেপ গাত্রোপরি স্থাপন) আর চাই কি!

কামিনী। ধর লো, ধর। বড় গরম লেগেছে। বেশ ক'রে ঠাণ্ডা করে দে। (সকলের চাপিয়া ধরণ)

হেম। এ মন্দ তামাসা নয়! গরমে মরে গেলুম যে। আর তামাসায় কাজ নেই। মরে গেলুম, লেপ খুলে দাও।

চপলা। তামাসা আবার কি দেখ্‌লে! গরম বোধ হয়েছে, ঠাণ্ডা করে দিচ্চি। ঠাণ্ডা হও!

হেম। বাপ্‌রে মরে গেলুম যে। প্রাণ গেল। লেপ খোলো। ওগো তোমাদের মিনতি করি, লেপ খোলো। প্রাণ যায় আর আমার পাখায় কাজ নাই। তোমাদের কিছু বল্‌ব না। ছেড়ে দাও, ওগো প্রাণ গেল, ছেড়ে দাও, আর চেঁচাতে পারি না। লেপ খুলে দাও। গেলুম—

বিমলা। থাম না, আর কেন? ঢের হয়েছে।

হেম। বাপ্‌রে; প্রাণ গেল। বাবাঃ—হে ঈশ্বর, তোমার কি করেছিলাম। তুমি কেন এমন বাধ সাধিলে? বাপ রে, গেলুম। প্রেয়তমে! মনে করেছিলাম তোমায় পেয়ে উভয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করিব। হা পরমেশ্বর, মনো-মত নিধি দিয়া ভোগ করিতে দিলে না। ও মা, একি হল। প্রাণ গেল যে। ওগো কেউ এসে একবার লেপ খুলে দাও। আর বাঁচি না। ওঃ বাবাঃ, হাঁপিয়ে প্রাণ

গেল। কেউ নেই—গা—ওগো একটু খুলে দাও। গেলুম, গেলুম, আঃ—

চপলা। দ্যাক্ ভাই বৌ, বরটা কি বেহায়া দ্যাক্। আজই যেন ওর মা'গের সঙ্গে আলাপ করা ফুরিয়ে গেল। (নলিনীর প্রতি) তুইও না। হয় যা না ভাই। হেতুলো যে।

হেম। হাঁগা, তোমারা কি এখন তামাসা মনে করিতেছ? নিশ্বাস ফেলতে পারি না। ও বাবা, হাঁপিয়ে প্রাণ গেল! তোমাদের দোষ নাই। তোমরা বুঝিলে না, কি করিতেছ। তোমরা অজ্ঞান, তোমরা মূর্খ। শিক্ষা পেলে কখন এমন হত না। হায় রে সমাজ! স্ত্রীশিক্ষা না দিয়া কি ভয়ানক বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিতেছ। বাবা, একবার দেখলে না। কাহারও দয়া হল না। ওগো তোমাদের পায়ে ধরি, লেপ খোলো, লেপ খোলো, গেলুম—প্রাণ যায়। আর বাঁচি না, বাঁচি না,—প্রাণ গেল। বাবা গোঃ, আর যে কথা কহিতে পারি না। তবে আর হ'ল না, আর হ'ল না। হায়, হায়—

নাৎবৌ। চপলা, ছেড়ে দে ভাই, যখন অত করে বলুছে, নিশ্চয়ই বড় কষ্ট হচ্চে।

চপলা। তুইও যেমন! দেখছিস্ না ও সব ঠাট। তু খানা লেপ গায়ে দিলে কি মানুষ বাঁচে না। শুনিস্ কেন?

হেমলতা ও নাৎবৌ। না ভাই, ছেড়ে দে। অত কাঁদচে, কি ছল হতে পারে? যাই হোক্, তুমি ছেড়ে দাও।

চপলা। তোরা কেমন ধারা মেয়ে লা? আমরা কি কিছু জানি না নাকি?

হেম। বাবা গোঃ! কোথায় গেলে। মার সঙ্গে দেখা হ'লো না। কি হ'ল, হায়—হায়! আঃ আঃ। জল —একটু জল। বাবা কোথায়, কোথায়, আর ক—থা—পা —না—। পা—না ঃ—আঃ ওঁ—ওঁ—ওঁ—

মেজবৌ। (বলপূর্ব্বক লেহাপ উত্তোলন) একি হল গো! তোরা কি কল্লি গো। ও হেমলতা ও ঠাকুরঝি, দেখ্‌চিস কি! লেপ খোল্ না। সর্ব্বনাশ হ'ল বুঝি। (লেহাপ দূরে নিক্ষেপ) ওমা এ কি গো, এ কি গো, ওমা এ কি হ'ল। ও ঠাকুরজামাই! ওমা কথা কয় না কেন গো! কথা কয় না কেন! এ কি হ'ল! সর্ব্বনাশ হ'ল যে—

হেম। (মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক) আঃ—ওঁ—ওঁ—ওঁ—মৃত্যু।

চপলা। ওলো কাঁদিস্ কেন। ও সব ঠাট। এই দ্যাক্ কথা কয় কি না। (বগলে অঙ্গুলী প্রদান)

কামিনী। (অস্পষ্টস্বরে) না ভাই ঠাট্ নয়। চপলা, সত্যি সত্যি মরার মত হয়ে গেছে। চল ভাই পালাই।

চপলা। দাঁড়া না, দূর তাকি হতে পারে?

মেজবৌ। আর ঠাট্ (উচ্চৈঃস্বরে) ও গো, কি হ'ল গো (সরোদনে) ঠাকুরজামাই কথা কয় না কেন গো।

(নলিনীর মাতার প্রবেশ)

নলিনীর মাতা। কি হয়েছে, কি হ'য়েছে, বলি ও বৌমা কি হ'য়েছে। তোরা কাঁদিস্ কেন? কাঁদিস্ কেন গো? ও হেমলতা বল্ না গা। জামাই এমন করে রয়েছেন কেন?

নাৎবৌ। আর কি হ'য়েছে। মাথা মণ্ডু হ'য়েছে। ওমা কি হ'ল গো। ও ঠাকুরজামাই, কথা কও। লেপ খুলে দিয়েছে। কেউ বিরক্ত কর্কো না। কও—

নঃ মাঃ। (সরোদনে হেমের মস্তক ধারণপূর্ব্বক) ওমা একি সর্ব্বনাশ—হ'ল। ওমা আমার এমন সর্ব্বনাশ কে কল্লে গো। ওগো তোরা কর্ত্তাকে ডেকে নিয়ে আয় না গো —আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো।

(নাৎবৌ, হেমলতা, নলিনী ও তাহার মাতা ব্যতীত সকলের প্রস্থান এবং দিনর প্রবেশ)

দিন। কি হয়েছে, কি হয়েছে, চুপ কর না ছাই, আরে সব কর কি? বলি খেপেছ নাকি? সব রকমটা কি? কৈ আমি দেখি। খান দুই পাখা নিয়ে এস ত। আর মুখে কেবল জল দাও। হেমা খুব হাওয়া কর। এই; pulse বন্ধ। আর কোন beatings নাই যে। একি! একি হল!! কিছুমাত্র শ্বাস নাই। ওঃ বাপ রে, বুক যে ফেটে যায়। (সরোদনে) বাবারে, কি ক'রে গেলি রে। হায়, হায়! আমি কি করিতে কি করিলাম। বাবা! কেন রাগ করিলে? একবার উঠ! অভাগিনীকে কেন ফাঁকি দিলে। একবার কথা কও, আমার অনুরোধ রাখ একবার কথা কও। তুই কি আর কথা কবি না? উঃ প্রাণ যে বেরুল, বুক ফেটে যায় যে।

নেপথ্যে। কি হয়েছে, ভিতরে ভয়ানক কান্নাগোল ব'লে বোধ হচ্চে না? তারাকালী বাবু চলুন দেখি।

(ভোলানাথ ও তারাকালীর প্রবেশ।)

ভোলানাথ। একি! হেমের কি হ'য়েছে, এরূপ ভাব কেন? (বক্ষে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক) একি! দিন হারা-ধন ছেড়ে চলে গেছেন! এদিক হল! সব শূন্যময়! জীবনের আর কি (সরোদনে) জন্মের মত বিসর্জ্জন! প্রাণ আর কেন, আর কি আশে রহিয়াছ? আর কি সন্তাপ বহিবে? ওঃ বাপ রে! ঈশ্বর যে দিন যান শুনি সমস্তই জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত করেন। আমার কি মঙ্গল সাধিত হ'ল? যাহার শারীরিক সামান্য কষ্ট দেখিলে বক্ষে শেল বিঁধিত, এবং ওষ্ঠাধরে না দেখলে প্রাণ কণ্ঠগত হইত, আজ তারে জন্মের মত বিদায় দিয়া আমি এখন জীবিত আছি। হেম যে পথে গেল সেই ক্ষণেই গৃহ হইতে যাত্রা ক'রেছেন। হায়! জগৎ! ধরণে নামের আজ যথার্থ সার্থকতা করিলে। ইহজন্মে ত কাহার কোন অনিষ্ট করি নাই কাহাকেও উপযুক্ত দানে বঞ্চিত করি নাই। আর ত দশরথের ন্যায় অন্ধ ব্রাহ্মণকে এক মাত্র পুত্রধনে হারা করি নাই। তবে আমার এ সর্ব্বনাশ কেন ঘটিল? পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করেছিলাম, কত ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা করেছিলাম, তাই এই ফল। হেম, বাবা, আর যে দেখতে পাবি না। আজ যে আদ্যোপান্ত তোমার সব কথাই মনে প'ড়ছে। কত কষ্টই হয়েছিল, হয়ত এক ফোটা জল পর্যন্ত পাও নাই। বাবাঃ আমি তোমার শত্রু ছিলাম

ঔঃ—আজ আমার কি সর্ব্বনাশ! ভাবিলে বুক ফেটে যায়।—

তারাকালী। আর কেঁদে কি কর্‌বেন বলুন। সর্ব্বনাশ যা হয়েছে তা বলে আর কি জানাবেন। ইহা অপেক্ষা কি অধিক সর্ব্বনাশ হবে। কিন্তু বৃথা কেঁদে ফল কি! চলুন বাহিরে চলুন। আমার কথা শুনুন, শান্ত হউন, যা হবার তা খুবই হয়েছে, এখন শান্ত হউন।

ভোলানাথ। হাঁ তারাকালী বাবু, আবার আমাকে বুঝাইতেছেন; আর আমার কি আছে, আর কি ব'লে বুঝাবেন। আর কি নিয়ে আমি থাকিব?

তারাকালী। কি করবেন বলুন, জগৎ শুদ্ধ সকলেরই এই ভাব, আপনার নূতন ত নয়।

ভোলানাথ। (সরোদনে) ও কথা ব'লবেন না। আমার মত সর্ব্বনাশ কার হয়? আমি কি কর্ত্তে এলাম, আমার কি হ'ল। আমি আর কি নিয়ে বাড়ী যাব?

দিন। ভোলানাথ বাবু, স্থির হউন, আমারও দেখুন দেখি কি সর্ব্বনাশই হইল, আমায় যে আবার চিরকাল জ্বলিতে হবে। ক্ষান্ত হউন, বাহিরে চলুন।

তারাকালী। আমাদের কথা শুনুন, চিরকালই ত কাঁদবেন। এখন ক্ষান্ত হউন, চলুন বাহিরে যাই।

(ভোলানাথের হাত ধরিয়া তারাকালী ও দিনর প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হেমের মৃতদেহ শয্যায় শায়িত, নলিনী ও তাহার মাতা পার্শ্বে আসীনা।

ভোলানাথ, দিন, তারাকালী, উমাচরণ, পুলিশ-ইনস্পেক্টর ও চারি জন কনষ্টেবলের প্রবেশ।

ভোলানাথ। এখনও মৃত্যু হ'ল না। জীবিত থেকে এই সকল দেখ্‌তে হ'ল। বাপ্‌রে আর যে সহ্য হয় না।

তারাকালী। ছিঃ ভোলানাথ বাবু, এখন কি কাঁদ্‌বার সময়, ক্ষান্ত হউন। চিরকালই ত কাঁদ্‌তে হবে।

দিন। আর কেন, আর কত দেখ্‌ব।—

পুঃ ইঃ। আপনারা এত অধিক কাতর হইবেন না। এক্ষণে কাতর হওয়া উচিত নহে। তবে যে সর্ব্বনাশ, এতে কাতর না হইয়াও থাকা যায় না। আপনাদের ত হবেই, আমি যে আর দেখিতে পারি না। দেখে যে বুক ফেটে যায়। আর যে দেখা যায় না। ভাই, ধন্য তুমি বিবাহ করিলে, ধন্য পৃথিবীতে নাম রাখিলে। ভাইরে, তোমার মত বিবাহ যেন লোকে জন্মজন্মান্তরে যুগযুগান্তরেও না করে। আজ কোথায় বিবাহ করিয়া সানন্দে গৃহে

প্রতিগমনপূর্ব্বক আপনার বন্ধুবর্গের নিকট নিজ রূপবতী ভার্য্যার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশির বিবরণ বর্ণনা করত, তাহাদের নিজ নিজ প্রেয়সীর প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দিবে। হায়, আজ কোথায় তুমি বাসর রাত্রির অদ্ভুত আনন্দোৎসব ও অতীব রমণীয় মনোহর কামিনীগণের বিষয় তোমার অবিবাহিত বন্ধুবর্গের নিকট বর্ণন করিয়া তাহাদের স্পৃহার বর্দ্ধন করিবে। তাহা না হইয়া, আজ কোথায় তাহাদিগকে বিবাহ সম্বন্ধে নিরুৎসাহ করিতেছ। আজ কোথায় প্রত্যূষে উঠিয়া দম্পতির যুগলরূপ দেখাইয়া সরলা কামিনীগণের মনোহরণ করিবে, না হইয়া আজ বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কাল-শয্যায় শয়ন করিয়া গাঢ় দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত, আর পার্শ্বে বসিয়া স্ত্রী ক্রন্দন করিতেছে। এরূপ ভয়ানক দৃশ্য দর্শনে জনসমূহের মনে বিবাহের বাসরলীলার প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণার উদ্রেক করাইতেছে। আজ কোথায় তোমাকে দেখিয়া সকলে সুখসাগরে নিমগ্ন হইয়া আনন্দ কোলাহল ধ্বনিতে নগর শব্দায়মান করিবে, তাহাতে গগন পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে, তাহা না, আজ কোথায়, তোমাকে মৃত দেহে কালশয্যায় শায়িত দেখে সকলের ক্রন্দন ধ্বনিতে নগর গর্জিত হইতেছে, আর চক্ষের জলে প্লাবিত হইতেছে। ভাইরে, এমন দুর্ঘটনা ত কখনও দেখি নাই। বেলা হইতেছে, তুমিও উঠিয়া একবার দেখ। এমন কাণ্ড, বোধ হয়, স্বপ্নেও দেখ নাই। ভাই তোমা অপেক্ষা তোমার ভার্য্যার শোচনীয়

অবস্থা দর্শন ও তাহার ভবিষ্যতের যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে কোন্ প্রাণ না দ্রবীভূত হয়? পর্ব্বতও গলে যায়। ভাই, তুমি একবার নয়ন উন্মীলন ক'রে দেখ। হায়, আমি, বোধ হয় এই অপকৃষ্ট দৃশ্য দর্শন করিব বলিয়াই এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলাম। ধন্য বঙ্গীয় মহিলাগণ, ধন্য তোমাদের সাহস, আর ধন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু তোমাদের দোষ দেওয়া বৃথা। তোমরা কি করিবে, তোমাদের শিক্ষা না দেওয়াই ইহার প্রধান কারণ অজ্ঞতাই ইহার প্রধান কারণ। স্ত্রী শিক্ষা না থাকারই এই বিষম ফল।

এক্ষণে আপনারা দাস জ্বালাইয়া দিতে পারেন। বেলাও প্রায় অবসন্ন হইল। সুতরাং আমি চলিলাম। দেখুন, ভোলানাথ বাবু, দিন বাবু, আপনাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আর শোক করিয়াই বা কি হইবে বলুন। সকলই বৃথা। জগতে প্রত্যহ কত প্রকার ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে। দেখুন সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—এই তিনটী লইয়াই জগৎ। অখিল ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত মায়াময়। সংসারে কেহই কাহারও নহে। সকলেই একাকী আসিয়াছে পুনর্ব্বার একাকীই যাইবে। একটী তৃণ পর্য্যন্ত সম্বল হইবে না। কেবল এই মায়া জালে জড়িত হইয়াই, ব্যাধের পাশ জড়িত পক্ষিদলের ন্যায় পরস্পর আমার আমার বলিয়া চীৎকার করিতেছি। জন্মালে মৃত্যু আছেই, তবে কেবল অগ্র পশ্চাৎ। আবার কাদি

কেন?—মানব জাতি দারুণ স্বার্থপর। এই মায়া বন্ধন সহজে ছিন্ন করিতে না পারিয়া এবং স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির অভাব দেখিয়াই আমরা কাঁদি। আজ আপনি আপনার পুত্রের জন্য এত কষ্ট পাইতেছেন, কাল ইহার কথঞ্চিৎ লাঘব হইবে। পরশ্ব ততোধিক, এবং ক্রমে ভুলিয়া যাইবেন।

এখন ভাবিতেছেন আপনার ন্যায় দুঃখী জগতে আর নাই। কিন্তু সেটী ভ্রম। কত শত লোক আপনার অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক দুঃখী। কিন্তু সকলেই যদি আপনার ন্যায় মৃত্যু কামনা করে, তাহা হইলে জগৎ ত জীব শূন্য হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীতে কার্য্য করা হইবে। সুতরাং পাপের কত বৃদ্ধি পাইবে। আর দেখুন, কেহই বা বলিতে পারে যে মরিলেই এ পাপ যন্ত্রণার পরিত্রাণ হইবে এবং সুখী হইব, বরং শাস্ত্রের মতে আত্মহত্যায় অধিক যন্ত্রণা পাইবারই সম্ভাবনা। জগৎপিতা, বোধ হয় কোন উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মাণ্ডকে দুঃখময় করিয়া সৃজন করিয়াছেন। বোধ হয়, তাঁহার সন্তানগণকে পরীক্ষা করণার্থই এই অসীম ক্লেশকর স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব ইহ-লোকে যিনি এই অসীম ক্লেশ অবাধে সহ্য করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়েন, তিনিই এই দারুণ ক্লেশের সুমিষ্ট ফল ভোগ স্বরূপ পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ করিতে পারেন। নিশ্চয় জানিবেন, দুঃখ করিলে কেবল আপনার শরীরকে কষ্ট দেওয়া হয় তাহা নহে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের, প্রকৃতির এবং মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ

কর হয়। অতএব শোক সম্বরণ করুন। এক্ষণে যাবতীয় অশুভ চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই পরমেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হউন। আপনারা অজ্ঞান নহেন, অধিক বুঝান অনাবশ্যক।

আর একটী কথা বলি, স্ত্রীশিক্ষা না থাকিলে যে কি বিষময় ফল ভোগ করিতে হয় তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। এক্ষণে যত্নবান হইয়া উহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানে চেষ্টিত থাকুন। সামাজিক কুরীতি সমস্ত আপনা আপনিই নিরাকৃত হইবে। এবং দেশে দেশে, নগরে, নগরে গ্রামে গ্রামে, প্রজ্জ্বলিত অক্ষরে লিখিয়া দিন যে যত দিন স্ত্রীলোকদিগকে যথোচিত শিক্ষা না দেওয়া হইবে, ততদিন অকারণে নরহত্যা প্রভৃতি নানা প্রকার ভীষণ ব্যাপারে মানব সমাজের উচ্ছেদ সাধন হইতে থাকিবে। আমি এক্ষণে চলিলাম।

দিন। বাবা হেম, একি বিবাহ করিলি বাপ্!

তারাকালী। ওহে উমাচরণ, জন পাঁচ ছয়, ব্রাহ্মণ ডাকিলে কি?

উমাচরণ। আজ্ঞা হাঁ, সমস্ত প্রস্তুত।

(চারিজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ
ও শব লইয়া প্রস্থান)

(সকলের প্রস্থান)

(নেপথ্যে সকলের ক্রন্দন ধ্বনি।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক—নলিনী শয্যায় শয়ানা।

(সম্মুখে বিষ স্থাপন।)

নলিনী। অনেকে বলে স্বপ্ন অমূলক মাত্র। জাগ্রতাবস্থায় যে কোন বিষয়ের চিন্তা বা আন্দোলন করা যায়, উহার এক প্রকার সংস্কার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, নিদ্রিতাবস্থায় সেই বিষয়ের উদ্রেকের নাম স্বপ্ন। তাহা আর কিছুই নহে। একথা যারা বলে, বলুক, আমি কি ক'রে বলি। বিবাহের পূর্ব্ব দিবসে অবশ্যই বিবাহের কথাতেই অধিক আন্দোলন হইয়া থাকিবে। তবে বিবাহেরই কোন রূপ স্বপ্ন না দেখিয়া এ নিদারুণ স্বপ্ন দেখিলাম কেন? আবার স্বপ্নটী কি যথাযথ ফলিল, বিন্দুবিসর্গও নিষ্ফল নহে। অতএব যেরূপ শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রাত্রির প্রহরানুসারে বৎসরেক, মাসেক, পক্ষেক, সপ্তাহেক বা দিনেকের মধ্যেই অবশ্যই উহার ফল ফলিবে, ফলিবেই ফলিবে।—ইহা সম্পূর্ণ সত্য। আর যে সকল স্বপ্ন সফল হয় না, শাস্ত্রকারেরা তাহাদিগেরও নির্দ্দেশ করিতে ত্রুটি

করেন নাই। যাহা হউক, এখন বলিব স্বপ্ন অর্থাৎ প্রকৃত স্বপ্ন কখনই মিথ্যা নহে।

ইহজন্ম আর পরজন্ম নাই বা কি রূপে বলি? আমি কি কেবল পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেই এরূপ ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি না? ইহ জন্মে এমন কি পাপ করিয়াছি, যাহার এরূপ নিদারুণ ফল? শত সহস্র গোহত্যা বা ব্রহ্মহত্যা না করিলে এরূপ প্রাণনাশক, সর্ব্বস্বাপহারক যন্ত্রণা কেন পাইব? এ জন্মে ত আমি কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই, কাহাকেও স্বামী ধনে বঞ্চিত করি নাই। আমি ত কাহারও ঈর্ষ্যা করি নাই; কাহারও উপস্থিত অন্নে ছাই দিই নাই, কাহাকেও মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা দিই নাই। নিশ্চয়ই আমার পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফলে এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এজন্মে কষ্ট পাইলাম, পর জন্মে নিশ্চয়ই সুখী হইব। ইহজন্মের পুণ্য বলেই পর জন্মের সুখ। ধর্ম্মাচরণের দ্বারাই লোকে পুণ্য সঞ্চয় করে। পতিপরায়ণা হইয়া একাগ্রচিত্তে পতির চরণ সেবা করা, নির্ম্মলান্তঃকরণে পতিকে ভক্তি করা ইত্যাদিই ত স্ত্রীলোকের সার ধর্ম্ম। যদিচ বিবাহ রাত্রিতেই পতিবিয়োগ হইল; কিন্তু মনে মনে পতিত্বে বরণ করিলেই ত দাম্পত্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল। বিবাহের অগ্রেও আমার প্রাণেশ্বরকে পতিত্বে বরণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহারই উপাসনা করিতে ক্রটি করি নাই। অতএব আমারও পুণ্যসঞ্চয় হইয়াছে, পর জন্মে সুখী হইব। সুতরাং এরূপ চিরবৈধব্যদশায় পাপাচরণে ফল কি? আমিও অবশ্যই সেই নির্ম্মল সুখ

সম্ভোগ করণেচ্ছা করিব। অবশ্যই আমি সর্ব্বসুখদাতা জীবিতেশ্বরের অনুসরণ করিব, এবং তদ্দ্বারা তথায় উভয়ে পরম পবিত্র সুখ সম্ভোগ করিব।

আমি জানি আমি পতিপরায়ণা। কিন্তু আমি পতি-পরায়ণা কিসে? শাস্ত্রে কথিত আছে পতির অনুগমন করিলেই পাতিব্রত্য প্রকাশ করা হয়; এবং তাহাকেই প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান বলে। আমার পতি আজ তিন দিন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমি এখনও অনুসরণ করিতে পারিলাম না। এই কি আমার পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা, প্রাণেশ্বরের বিরহে এখন সচ্ছন্দে জীবিত আছি! ধিক্ আমার জীবনে, আর ধিক্ আমার পাষাণ হৃদয়ে! আমি কি কৃতঘ্ন! কিন্তু মন ত যাইবার জন্য কাঁদিয়াছিল, কি করিব সহমরণ প্রথা যে প্রচলিত নাই। হা নাথ, তুমি আমায় ডাকিলে না কেন? আমি কি তোমার প্রিয়পাত্রী নহি! তুমি কি অভাগিনীকে ভুলিয়া গেলে? পুরুষের মন স্বভাবতই চঞ্চল, কিন্তু আমি তোমা বিনা কখনই বাঁচিব না। মাধবী সহকার তরু বিনা কতক্ষণ উন্নত শিরে জীবিত থাকিতে পারে?

আমার মত হতভাগিনীর মৃত্যুতেই এক মাত্র সুখ; এবং সামান্য সুখ নহে, অপূর্ব্ব সুখ। এ সুখের আদি নাই অন্ত নাই। দুঃসহ কষ্টকর ইহলোকের প্রান্ত হইতে সর্ব্ব-সুখপূর্ণ পরলোকের যে প্রবীণ পথপ্রদর্শক, তাহারই নাম মরণ। ইহলোকে আমাদিগের উপকর্ত্রী যেমন আমাদিগের সহচরী সুহৃদ, তদ্রূপ সেই সর্ব্বশান্তিময়

ব্রহ্মলোকের পথ প্রদর্শক "মরণ"ও প্রকৃত সহচর। মরণ, আজ ভাই, আমি তোমার সঙ্গে "সই" পাতাইব। তুমি ভাই আজ অবধি আমার সই! সই, তুমি আমার প্রাণের সই! সই, তোমার যে কত গুণ কে বলিতে পারে? তুমি সংসারের ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে অনায়াসে মুক্ত কর। তুমি দুঃসহ দারুণ দুঃখ ভারের লাঘব কর। তুমি অসহ্য বিচ্ছেদ যন্ত্রণার মোচন কর। মরণ রে, তুমিই জগতের প্রকৃত সুহৃৎ। তুমি যদি দয়া না কর, তা হ'লে আমার মত হতভাগিনীগণের কি শোচনীয় দশাই হয়। সই, আজ ভাই, আমাকে সেই মনোহর উদ্যানে, যে খানে সুখ চিরবিরাজিত, যেখানে তোমার সয়া আছে— সেই রমণীয় কুসুম কাননে লইয়া যাইতে হইবে। সই মরণ আমার মন প্রাণ সেই কানন দেখিবার জন্য বড় উৎসুক হইয়াছে। তুমি আমার প্রাণের সই, তবে সইয়ের অনুরোধ রাখিতে এত বিলম্ব করিতেছ কেন? এস ভাই, আমার হাত ধ'রে ল'য়ে চল। তোমার সয়াকে, আমার হৃদয়সর্ব্বস্বকে দেখিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। বিলম্ব করিতেছ কেন? বুঝিয়াছি, পতি যদি অনাদর করেন, জগতে সকলেই তারে ঘৃণা করে। তোমার সয়া আমায় ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তুমিও আমায় ঘৃণা করিতেছ। অমৃতপানে বিশুদ্ধ হইলে তুমি স্পর্শ করিবে।

(সম্মুখস্থ বিষ গ্রহণ পূর্ব্বক) অমৃত, তোমার প্রসাদে লোকে চিরসুখ প্রাপ্ত হয়। যাবতীয় অভাবের অভাব হয়। ক্ষুধা,

তৃষ্ণা, ঈর্ষা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার বৈরভাব ভয়ে পলায়ন করে। আজ তোমায় আমার হৃদয়ে রাখিয়া জীবন সার্থক করিব। আমি কি সৌভাগ্যশালিনী। যে অমৃত পরমাত্মা পঞ্চানন সমুদ্র মন্থন কালে বহু যত্নে কণ্ঠে ধারণ ক'রেছিলেন, আজ আমি সেই অমৃত, সেই অপার সুখপ্রদায়ী অমৃত সেবন করিয়া জীবন চরিতার্থ করিব। গরল—সুধে! তুমি শান্তিদায়ক, চিত্তবিনোদক, তুমি সর্ব্বযন্ত্রণাপহারক, দুঃখবিমোচক, এস আমার আজ সকল দুঃখ নিবারণ কর। তোমার অসীম ক্ষমতা। আমি বড় যন্ত্রণায় পীড়িত হইতেছি, আজ বড় জ্বালায় জ্বলিতেছি, অভাগিনীকে কৃপা করিয়া শান্তি দাও। তুমি যদি হতভাগিনীর প্রতি সদয় হইয়া বিশুদ্ধ না কর, তাহা হইলে পোড়া কপালীর সখিও আদর করিবেন না। এস, একবার অভাগিনীর প্রতি দয়া কর। (বিষপান) আঃ, এইবার ত বিশুদ্ধ হলাম, আর সই আমায় ত্যাগ করিবেন না। প্রাণের সই আর আমায় ঘৃণা করিবেন না।

এতক্ষণে মনে যথার্থ আশার সঞ্চার হ'ল। এতক্ষণে মনে শান্তি ও প্রাণে নির্ম্মল আনন্দ হইল। মঙ্গলকর, অতএব অভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তির নামই সুখ। আজ আমি যথার্থ সুখী হইব। মনোবৃত্তি কি চঞ্চল পদার্থ। কোন বস্তুর প্রাপ্তির আশা যতই মূলীভূত হইতে থাকে, ততই লালসার বৃদ্ধি হয়; এবং তৎসঙ্গে মনোবৃত্তির চাঞ্চল্যও বাড়িতে থাকে। পরে আশাপূর্ণেই উহার শান্তি।

থর চরণ দর্শনে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, মন বড়ই চঞ্চল হইতেছে। প্রাণ বড়ই কাতর হইতেছে।

ভাল বাসা কথাটী কি সুমধুর! কিন্তু অদ্ভুত পদার্থ! কি সুকঠিন! পরকে নিজ জ্ঞান করি, প্রাণেশ্বরকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসি নাথই আমার জীবন। কিন্তু তাহা কি ভ্রমপূর্ণ! তাহা হইলে আমার জীবন চলিয়া গিয়াছেন, আমি অথচ বিরহে জীবিত আছি! আমার ভাল বাসা কি ভয়ানক মৌখিক! স্বপ্ন দেখিয়া মনে হইয়াছিল, যদি সত্যই হয়, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইব, নাথ বিনা আমি একদণ্ডও জীবিত থাকিতে পারিব না। কি আশ্চর্য্য এক দণ্ড কোথায়, আজ তিন দিনও আমার মৃত্যু হইল না।

আজ কি শুভ দিন! আজ কি সুখের দিন! সংসার পতিই গতি ও একমাত্র প্রিয়বস্তু, আজ আমি আমার স্বামীর চরণ দর্শন পাইব। আজ আমি শ্বশুর বাড়ী যাইব। শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় সকলেই পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মস্বজনকে পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া কাঁদিতে থাকে, কিন্তু পতির চরণসেবারূপ অপূর্ব্ব সুখের উৎকর্ষ ভাবিয়া সানন্দ অন্তরে পতি-গৃহে চলিয়া যায়। আমারও আজ পিতা মাতা প্রভৃতি নৈসর্গিক মায়া বন্ধন ছিন্ন করিবার ক্লেশেই চক্ষে জল পড়িতেছে, কিন্তু অন্তরে আমি আজ অনন্ত সুখী। এমন সুখী কেহ কখনই হয় না। স্ত্রীলোকের পতি-গৃহবাস কি বাঞ্ছনীয় বা আদরণীয় নহে? ইহা অপেক্ষা পতিপরায়ণা সতীর আর

কি আছে? আমি আজ সেই সর্ব্বদুঃখবিমোচক, সেই এক মাত্র পরং ব্রহ্ম শ্বশুর মহাশয়ের নিকট গিয়া স্বামি-সুখ সম্ভোগে তথায় উভয়ে মনের সুখে কাল যাপন করিব। নর-নশ্বরতা ভুলিব, এবং একান্তমনে পতির চরণ সেবা করিব। জগতে যাহারা কায়মনোবাক্যে পতিসেবায় নিযুক্তা, পতিই যাহাদের ধ্যান, পতিই জ্ঞান, পতিই মান, পতিই অপমান, তাহারাই পতি-পরায়ণা সাধ্বী সতী বলিয়া বিখ্যাতা। আহা! আমিও তখন সাধ্বী সতী বলিয়া মান্যা হইব?— আঃ বাপ্ রে! প্রাণ কেন, এমন হইতেছে? প্রিয়তম, আজ তোমাকে বলিবার জন্য অনেক কথা তুলিয়া রাখিয়াছি। সাক্ষাৎ হইলে মনের সাধ মিটাইব। কিন্তু পরম পিতার নিকট দুই একটী বিষয়ের অভিযোগও করিব। তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া গেলে না কেন?

মা গোঃ, আমি যে গেলুম। উঃ, মা এমন সময় একবার দেখলে না? তোমার আদরিণী নলিনীর শেষ দশায় একবার দেখ্‌লে না! মা, তোমার যে বড় আদরের মেয়ে ছিলাম, মা, তাই কি এত খর। মা, তুমি যে নলিনী ব'ল্‌তে অজ্ঞান হ'তে, তাই কি আজ এই দশা! কখন ভাল কাপড় খানি বা ভাল গয়না পরিয়া মাকে প্রণাম করিলে, মা আদর ক'রে চুমু খেয়ে আশীর্ব্বাদ ক'র্ত্তেন "মা আমার বড় ভাবুনে, শীঘ্র শীঘ্র বে হউক, যেন জন্মএয়োস্ত্রী হয়ে থাক।" মা আজ তোমার সেই আশীর্ব্বাদ পূর্ণ হইবে। মার বড় আদরের মেয়ে ছিলাম

বলে, বাবা' কখন কখন আদর করিয়া বলিতেন "মা তোমার দশা যে কি হবে, কিছু জানি না।" বাবা আজ কোথায় রহিলে,—দেখ এসে, তোমার সেই মার আজ কি দশা, কি রূপে সুপাত্রে দিবে বড় ভাবনা ছিল। দেখ আজ তোমার আদরের নলিনী সুপাত্রে অর্পিত হইয়া জন্মের মত শ্বশুর বাড়ী চলিল।

বিরহ কি ভয়ানক যন্ত্রণা! প্রিয়তম, তোমাকে না দেখে যে আর থাকতে পারি না। প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইতেছে। মন উতলা হইতেছে। প্রাণেশ্বর! তোমায় কখন্ দেখিতে পাইব? কখন তোমার সেই চরণ পূজা করিব? ইচ্ছা হইতেছে একবার ছুটে গিয়া তোমায় দেখি। কোথায় তুমি, হায়, আজ তিন দিন কেমন আছ, কে তোমার সেবা ক'রতেছে? কে তোমায় পিপাসায় জল দিতেছে, কে তোমার ক্ষুধার সময় আহার দিতেছে? বাপ্ রে প্রাণ যায়।

গীত।

গৌড় সারং—একতালা।

নাথ হে প্রাণ যে দহিছে আমার।
তোমার বিরহে না রহে দেহে এ ছার জীবন আর॥
ক'রে অনাথিনী, রেখে একাকিনী,
দাসীরে ত্যজিলে আজি এই কিহে বিচার।
নয়নের বারি, নয়নে নিবারি,
অকুল পাথারে ভাসে অধিনী তোমার॥

আঃ—হে ভানু, আজ তুমি এত মলিন হ'লে কেন? আমার কষ্ট দেখে কি এরূপ বিষাদ; অথবা আজি আমার

নাথের নিকট গিয়া উভয়ে দাম্পত্য সুখ সম্ভোগ করিব; তোমার আসন্ন বিরহ ভাবিয়া মনে হিংসার উদ্রেক হইল? হে তরুগণ, তোমরা আমার যন্ত্রণা দেখে অতি মনোকষ্টে স্তম্ভিত রহিয়াছ? না এই যে আবার হাস্‌ছ! ভাল, তোমাদের দোষ কি? স্বভাবের স্বভাবই এই। লতিকে, কাঁদিতেছ কেন? তোমার দুঃখ কি! আমার সর্ব্বনাশ হইল, বলিয়া কি তোমার এরূপ হইবে, কখনই না। ছিঃ কেঁদ না, উহাতে পতিব্রতার স্বামীর অকল্যাণ হয়। হে দিবে, বোন্, তোমার আমার আজ এক দশা। আজ অবধি তুমিও আমার সই। চল ভাই দুজনে এক সঙ্গে যাই পতি ছাড়া কি থাক্‌তে আছে! তাহ'লে আর কাহার আশ্রয়ে থাকিবে, কে তোমার আদর করিবে? কে তোমাকে তেমন পবিত্র ভাল বাসিবে। সইরে, সতীর পতি বিনা আর কেহ নাই।

গীত।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

কিছার সংসার ভার সার যার নাহি তার।
পতি বিনা অবলার কিবা আর আছে সার॥
পতি মন, পতি প্রাণ, পতি মান, অপমান,
পতি ধ্যান, ধন, জ্ঞান, পতি সে গলার হার॥
পতি গুরু পতি হর, পতি পারাবার তরি,
সে পতি বিহনে নারী, হেরে সব শূন্যাকার।
পতি গতি, পতি মতি, পতি ভুক্তি, পতি মুক্তি
পতি ভক্তি সার উক্তি, পতি বিনা অন্ধকার॥

আমি সেই সংসারের সার পতি বিনা এখনও জীবিত আছি! ধন্য প্রাণ আমার! এত জ্বালাতে বাহির হ'ল না। বাপ রেঃ, গেলুম। উঃ, বিধাতঃ তোমার কাছে কি অপরাধি ছিলাম যে শাস্তির এখনও অবসান হ'ল না? আর যে সহ্য ক'র্ত্তে পারি না। বাবা, গেলুম যে গাঃ। আর যে জ্বালা সহে না। বাপ্‌রে পূর্ব্ব জন্মে কত পাপই করেছিলাম। বাবা, মা, একবার আয় মা। এখানে একটু জল নাই যে খাই। মা কোথায় গেলে, এক বার এস, একটু জল দাও। একবার তোমার দুঃখিনীর দুর্দ্দশা দেখে যাও। হতভাগিনীর মুখে একটু জল দি. য় যাও। উঃ বাপ্‌রে, এ যে শত বিষের জ্বালা। আর বাঁচি না।

(নলিনীর মাতার প্রবেশ।)

নঃ মাঃ। ও মা, এমন কাচ্চিস্‌ কেন মা, আর আমায় জ্বালাস্‌ কেন? কেঁদে কেঁদে যে অন্ধ হলাম। আর জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি কেন দিস্‌!

নলিনী। মা এসেছ. একটু জল দাও না।

নঃ মাঃ। আজ আমি যে জ্বালায় জ্বলচি, জন্মজন্মান্তরেও যেন কেহ কখন এমন না জ্বলে। তুই আর কেন মা কেটে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস্‌। আর যে সইতে পারি না। মার প্রাণে আর কত সইবে। দিবা নিশি বুকের ভিতরে যে পুড়ে খাক্‌ হ'য়ে গেল। (অঞ্চলের দ্বারা চক্ষু মুছান) মা তুই কাঁদিস্‌ নে। (সরোদনে) কাঁদিলে আর কি করবি বল। আয় একবার কোলে আয়।

(ক্রোড়ে উত্থান) মা আমার সাক্ষাৎ ভগবতী, আজ আহা! তার কি হালই হয়েছে। আজ সে মুখ কোথায় গিয়েছে। একি, বালা তুগাছাও খুলেছিস্! এ বেশও আমায় দেখ্‌তে হ'ল। আগে আমায় মেরে খুলি না কেন? এ যে আর দেখতে পারি না। হায়, এ দেখ্‌বার আগে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন?

নলিনী। (মাতার স্কন্ধে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক) মা গো! আজ আমি একটী বড় কুকাজ করেছি। মা অপরাধ ক্ষমা কর।

নঃ মাঃ। কি ক'রেছ মা?

নলিনী। (সরোদনে) কেমন ক'রে তোমার সম্মুখে বলিব। বলিতে যে পারিনা মা। বুক যে ফেটে যায়! মুখ দিয়ে বাহির হয় না যে; কেমন ক'রে বলব।

নঃ মাঃ। কাঁদিস্ কেন মা। কি হ'য়েছে বল না। তুই অমন ক'রে কথা কচ্ছিস্ কেন? আমার মাথা খাস্ শীঘ্র বল্, কি হয়েছে বল। প্রাণ যে কেমন ক'চ্ছে। বল। (অবতরণ)

নলিনী। মা (সরোদনে) আজ অবধি তোমার নলিনী জন্মের মত—

নঃ মাঃ। বালাই আর কি! ও কি কথা! অমন কথা মুখে আনিস্‌নে। তুই যে আমার নয়নের তারা, তোকে এক দণ্ড না দেখিলে যে অখিল ব্রহ্মাণ্ড আঁধার দেখি। ও কথা কি বলিতে আছে? মার সম্মুখে কেমন করে বল্লি মা? তোমার দুঃখ কি? তোমার মত যে কত

রয়েছে। আমি যখন রয়েছি, তখন তোমার আবার ভাবনা কি, কান্না কি! কেন আর আমাকে জ্বালাস্।

নলি। মা আজ আর আমি—(সরোদনে) বাঁচি না। বিষ—

নঃ মাঃ। বলিস্ কি মা? (সরোদনে) তাই বুঝি, চাঁদমুখ আজ নীলবর্ণ হ'য়ে গেছে! মাগো! তুই কেমন ক'রে অভাগিনীকে ত্যাগ কর্‌বি! তোকে হারা হ'য়ে আমি কেমন ক'রে থাক্‌ব গো? মা তুই কেমন ক'রে খেলি গো!

নলিনী। (সরোদনে) মা, বাবা বাড়ী নেই, আর দাদা কোথায় গিয়েছেন, এলে সকলকে বলিও যেন অভাগিনী তাঁদের কাছে অপরাধিনী না থাকে। যত কিছু অপরাধ ক'রেছি, যেন দুঃখিনীকে দয়া করে ক্ষমা করেন। আর তোর পায়ে পড়ি, যেন হতভাগিনীর অপরাধ নিস্‌নে। আর কি ব'ল্‌ব। বড় কষ্ট হ'চ্চে, একটু জল দাও। আমার জন্যে, এ হতভাগিনীর জন্যে যেন কেঁদ না। কেঁদে কেঁদে আর বাঁচিবে না। আর কেঁদ না। বৌকে আমার মত ভাল বাসিও। আর যে কথা কহিতে পারি না। একটু জল দাও। আর আমাকে ভুলে যাও। (ভূমে লুণ্ঠিত) আঃ—

নঃ মাঃ। (সরোদনে) ও মা আমার কি হ'ল! তুই কোথা যাবি গো—

নলিনী। আর একটা কথা বলি আমার হেমলতা ও বৌকে বলিও তারা আমায় বড় ভাল বাসে, যেন অহোরাত্র অভাগিনীর জন্য না কাঁদে। আর—

নাৎবৌয়ের প্রবেশ।

নাৎবৌ। ওমা একি। হ'ল।। ওমা, ঠাকুরঝি এমন কচ্ছে কেন? বল।

নলিনী। বৌ, এসেছ ভাই। আয়, আমার সুমুখে এস। আমি আর ফিরিতে পারি না। বল ভাই আমি আজ জন্মের মত চলিলাম। আমার গহনা আর ভাল কাপড় গুলো তুমি পরিও! আমার মা রাইল, দেখো ভাই। মা দেখিস—দুঃখিনী মা যেন আমার কেঁদে কেঁদে মারা না যায়। আর যাতে পাগল না হয়, তাই করিস ভাই। দাদাকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি তোদের কাছে আজ জন্মের মত বিদায় লইলাম।

নং মাঃ। (মূর্চ্ছিতা ভূমে লুণ্ঠিতা।)

নাৎবৌ। ও মা একি কথা একি হ'ল? ওগো সব শিগ্গির এস গো। (সরোদনে) ঠাকুরঝি কি হ'ল গো।

নলিনী। বৌ জল, ভাই আমার জন্য কাঁদিস নে। নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিলাম। তাহার জন্য কেঁদ না। আর কথা কহিতে পারি না। ভাই, আমায় ভুলে যাও। আমি চল্লাম—

নং মাঃ। (চীৎকার স্বরে) ওগো তোমরা কেউ এস। আমার লক্ষ্মী প্রতিমা আজ জন্মের মত বিসর্জ্জন হ'ল গো। একবার দেখ গো—

নলিনী। জল—জল—জ—অ—ল—আঃ—ও—ও—(মৃত্যু)

নেপথ্যে। হায় কি হ'লো, আজ দেখ গো। [illegible] সর্ব্বনাশ হ'ল গো—!

যবনিকা পতন।